ইসলামে যুদ্ধ
ও তার নীতিমালা

মূল: ড. আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস-সুহাইমী
অনুবাদক: শাইখ মোঃ আব্দুর রউফ আল-মাদানী



الجهاد في الإسلام

مفهومه، وضوابطه، وأنواعه، وأهدافه

في ضوء الكتاب والسنة

ইসলামে যুদ্ধ ও তার নীতিমালা

د . عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي

মূল: প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস-সুহাইমী

অনুবাদক: শাইখ মোঃ আব্দুর রউফ আল-মাদানী হাফিযাহুল্লাহ

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

www.maktabatussunnah.org

email: maktabatussunnah19@gmail.com

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০২৩ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ২০০ (দুইশত) টাকা।

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর এবং তার সাহাবীদের ওপর।

জিহাদ একটি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। কতিপয় আলিম এটাকে ইসলামের ষষ্ঠ রুকন হিসেবে গণ্য করেছেন। মহান আল্লাহ তার কথাকে সুউচ্চ রাখতে, দীনের সাহায্যার্থে এবং শত্রুদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জিহাদের বিধান দিয়েছেন। ইসলামে জিহাদের বিরাট গুরুত্ব রয়েছে, কারণ তা ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে। তবে জিহাদ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত অনেকে জিহাদের নামে এমন কর্মকাণ্ড করে যার কারণে ইসলামের দুর্নাম হয়, ইসলামের ক্ষতি হয়। অনেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে জিহাদের নামে ইসলাম প্রিয় তেজীয়ান যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করে অনাসৃষ্টিতে লেলিয়ে দেয়। অনেক সময় জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর অপব্যাখ্যা করা হয়। এসকল কারণে ছাত্র জীবন থেকেই জিহাদের আসল রূপ নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা পোষণ করতাম। এর মধ্যে আল্লাহর এক বান্দী সমাজে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত জিহাদের বিপরীতে ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে একটি মৌলিক বই লেখার জন্য অনুরোধ করেন। এতে এ বিষয়ে লেখার পূর্ব থেকে লালিত ইচ্ছা আরও প্রবল হয়। কিন্তু বিষয়টি জটিল ও স্পর্শকাতর হওয়াতে নিজে রচনা করার দুঃসাহস হয়নি। তখন অনুবাদের জন্য কোন গ্রহণযোগ্য আলেমের কিতাব খোঁজ করতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে বর্তমান বিশ্বের ইলমের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ আলেম প্রফেসর ডক্টর আব্দুস সালাম বিন সালেম আস-সুহাইমী বিরচিত ইসলামে জিহাদ শীর্ষক বইটি নজরে পড়ল। দেখলাম বইটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অদ্বিতীয় অনবদ্য একটি বই। তখন সেটাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ শুরু করি। পরিশেষে আল্লাহর তাওফীকে বইটির অনুবাদ সম্পন্ন করতে পেরেছি। বইটিতে জিহাদ সম্পর্কে এমন তথ্যবহুল আলোচনা এসেছে যা আমার জ্ঞানকে শাণিত করেছে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন এর মাধ্যমে বাংলাভাষী সকল ইলম অন্বেষণকারীকে উপকৃত করেন এবং এর মাধ্যমে কিয়ামতের দিন আমার আমলের পাল্লাকে ভারী করুন।

মোঃ আব্দুর রউফ আল মাদানী

এম ফিল (আল-ফিকহ), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

بسم الله الرحمن الرحيم
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
Ref : رقم الملف: ج/أ/ح/ب/
Date : التاريخ : ١٠/١٠/٢٠٢٣م
BANGLADESH JAMIYAT AHL-AL-HADITH, ESTD-1946

تقريظ رئيس جمعية أهل الحديث بنغلاديش على كتاب الجهاد في الإسلام وعلى ترجمته البنغالية.

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على النبي الكريم.

أما بعد: فلقد قرأت الكتاب "الجهاد في الإسلام: مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه" لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم بن رجاء السحيمي كما قرأت ترجمته إلى اللغة البنغالية التي قام بها الداعية الشيخ محمد عبد الرءوف بن محمد أيوب علي. ولا شك أن الكتاب ممتع، ومفيد، وقيم جداً في بابه، وشامل لكل أطراف الموضوع. وتقريظ العلامة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان للكتاب قد زاده أهمية وقيمة.

ثم إنه قد انتشر في هذه الأيام المفاهيم الخاطئة والمنحرفة حول الجهاد في سبيل الله انتشاراً واسعاً، وبدأ يفهم بعض المتحمسين من شباب المسلمين أن الجهاد في سبيل الله هو اسم لتفجير القنابل وإزهاق الأرواح وإتلاف الأموال والممتلكات وترويع الآمنين الأبرياء، فكان من الواجب معرفة الدين الصحيح الخالص الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، وإنقاذ هؤلاء الشباب المنحرفين، والأخذ بأيديهم إلى سبيل الرشاد. والمؤلف–ولله الحمد– أتى بكتاب قوي مبني على أدلة قوية ومتينة من الكتاب والسنة الصحيحة، وأقوال العلماء الراسخين، والأئمة المهديين، وقام بكشف الشبهات العظيمة وتفنيدها، ورد عليها رداً قاطعاً بالبراهين الساطعة بجانب ذكره حكمة مشروعية الجهاد. وأثبت أن الإسلام هو خير الأديان وأنه دين الوسطية، ودين الرأفة والرحمة، ودين الإنسانية والأخوة العالمية كما أثبت أن المفهوم الصحيح للجهاد في الإسلام هو رد العدوان عن الدولة بما يماثله دون تجاوز أو شطط. وهو ليس وظيفة الأفراد، وإنما من يأمر بذلك هو رئيس الدولة، والجهات المختصة بذلك.

وكلمة الجهاد كلمة عامة تحمل في طياتها معاني كثيرة جليلة. فالجهاد عمومًا هو بذل الجهد بأشكاله المختلفة والمتنوعة لإعلاء كلمة الله، ولنشر الدين الصحيح بين الناس. بل الجهاد الكبير هو الجهاد

بالقرآن والبيان والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يصل الإسلام الصحيح إلى العقول. وهو من أجل الطاعات وأعظم القربات إلا أن المفاهيم الخاطئة والمنحرفة للجهاد قد تؤدي إلى الغلو والتكفير والتطرف فتعم البلية للمسلمين. ففي هذه الأيام المليئة بكل أنواع الفتن والاضطرابات كان الناس ولا سيما الشعب البنغلاديشي والناطقين باللغة البنغالية في أمس الحاجة إلى مثل هذا الكتاب الفريد في نوعه لكي يستنيروا من نور هذا الكتاب إلا أنه كان صعباً عليهم إدراكه وذلك لكون الكتاب باللغة العربية فكان لا بد من ترجمته إلى اللغة البنغالية. فأشكر المترجم الشيخ محمد عبد الرءوف بن محمد أيوب علي لترجمته هذا الكتاب القيم. فقد قام بترجمته ترجمة صحيحة رائعة إلى اللغة البنغالية. ولا شك أنه جهد طيب ومبارك ومميز. علماً أن المترجم يعمل كأستاذ الفقه والحديث بالمدرسة المحمدية العربية بجتراباري بدكا بعد أن أخذ الماجستير في الفقه من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. فأنا شخصيًا وبصفتي رئيساً لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش أرحب به ترحيباً حاراً بهذا الخصوص. ومما لا شك فيه أن الداعية الشيخ محمد عبد الرءوف بدأت تتسع شهرته وشعبيته في الأوساط العلمية في بنغلاديش اتساعاً واسعاً ببرامجه المختلفة من التدريس والوعظ والإرشاد والخطابة حيث إنه أصبح من كبار العلماء والمشايخ في بنغلاديش. ومن قبل هو قام بترجمة الكتاب المهم "كن سلفيًا على الجادة" لنفس المؤلف. وإنني أطلب منه مواصلة خدماته في مجال الترجمة والمجالات الأخرى.

والله سبحانه وتعالى نسأل أن يعم نفع هذا الكتاب وأن يجعله مباركاً ونافعاً وخالصاً لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب وولي التوفيق.



الدكتور عبد الله فاروق

رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في بنغلاديش،

الموظف في الملحقية العسكرية بالسفارة السعودية لدى دكا سابقا،

ورئيس قسم الدعوة والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ سابقا.

بسم الله الرحمن الرحيم
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith جمعية أهل الحديث ببنغلاديش
Ref : বা/জ/আ/হা/ رقم الملف:
Date : ১০/১০/২০২২ التاريخ :
BANGLADESH JAMIYAT AHL-AL-HADITH, ESTD-1946

বাণী

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর।

আমি ফাযীলাতুশ শাইখ ডক্টর আব্দুস সালাম বিন সালেম বিন রজা' আস-সুহাইমী বিরচিত "আল জিহাদ ফিল ইসলাম: মাফহুমুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া আনওয়াউহু ওয়া আহদাফুহু" মূল বইটি পড়েছি যেমনটি পড়েছি শাইখ মোঃ আব্দুর রউফ বিন মোঃ আইয়ুব আলী অনূদিত এটার বাংলা। নিঃসন্দেহে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি চমৎকার, উপকারী ও অত্যন্ত মূল্যবান বই। বইটিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমস্ত দিক স্থান পেয়েছে।

বর্তমানে আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। কিছু অতি-উৎসাহী মুসলিম যুবক মনে করে যে, আল্লাহর পথে জিহাদ হলো বোমা বিষ্ফোরণ, মানুষ হত্যা, অর্থ-সম্পদ ধ্বংস করা এবং নিরপরাধ মানুষকে আতঙ্কিত করা। এজন্য নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত সত্য ও বিশুদ্ধ দীন সম্পর্কে জানা আবশ্যক। পাশাপাশি ভ্রান্ত ধারণাগুলির সংশোধন, বিপথগামী যুবকদের রক্ষা করা এবং তাদেরকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করাও আবশ্যক। এমতাবস্থায় -আলহামদুল্লিাহ- কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে শক্তিশালী ও মজবুত দলীল এবং বিজ্ঞ ওলামা ও সুপথপ্রাপ্ত ইমামগণের বক্তব্যের ভিত্তিতে লেখক একটি শক্তিশালী বই রচনা করেছেন। তিনি জটিল সংশয়সমূহ উল্লেখ করে সুস্পষ্ট দলীল দ্বারা সেগুলোকে অকাট্যভাবে খণ্ডন করেছেন এবং জিহাদের বৈধতা ও তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন।

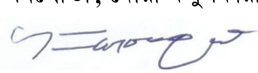
তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম সর্বোত্তম এবং মধ্যপন্থী ধর্ম। এটি দয়া, মহানুভবতা, মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধর্ম। আরো প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামে জিহাদের সঠিক ধারণা হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক সীমালজ্ঘন না করে শত্রুর আগ্রাসনকে সমুচিত জবাব দিয়ে রুখে দেওয়া। আর তা সাধারণ জনগণের কাজ নয়; বরং রাষ্ট্রপ্রধান এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই এই জিহাদে বের হওয়ার আদেশ দিবেন।

জিহাদ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা অনেকগুলো মহান অর্থ প্রদান করে। সাধারণভাবে জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য এবং মানুষের মধ্যে সঠিক ধর্ম প্রচারের জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালানো। বড় জিহাদ হলো কুরআন দ্বারা, হেকমত ও সদুপদেশ এর মাধ্যমে দাওয়াত ও সংলাপ দ্বারা জিহাদ করা যাতে সঠিক ইসলাম মানুষ বুঝতে পারে। আল্লাহর পথে জিহাদ হলো তাঁর আনুগত্য এবং বড় পুণ্যের কাজ। তবে জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা মুসলিমদেরকে তাকফীর, সীমালজ্ঘন ও চরমপন্থার দিকে নিয়ে যায়, ফলে মুসলিমদের মধ্যে মহা বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমান বিভিন্ন ফেতনা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সময়ে লোকজন বিশেষ করে বাংলাদেশী ও বাংলাভাষী জনগণ জ্ঞান অর্জনের জন্য এই ধরনের একটি অনন্য আলোকিত বইয়ের মুখাপেক্ষী ছিল কিন্তু বইটি আরবি ভাষায় হওয়াতে তা বোঝা তাদের জন্য কঠিন। ফলে এটার অনুবাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। আর এ গুরত্বপূর্ণ কাজটি করেছেন শাইখ মোঃ আবদুর রউফ বিন মোঃ আইয়ুব আলী আল মাদানী। বইটি তিনি খুবই সহজ ভাষায় চমৎকার ও বিশুদ্ধ অনুবাদ করেছেন। খুবই বরকতপূর্ণ একটি কাজ হয়েছে। মূল্যবান বইটি অনুবাদ করার জন্য আমি অনুবাদককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনুবাদক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিকহ শাস্ত্রে এম ফিল ডিগ্রি অর্জন করে বর্তমানে ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়াতে উস্তাযুল ফিকহ ও মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং বাংলাদেশ জমইয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি হিসেবে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন প্রোগ্রাম যেমন দারস-তাদরীস, ওয়ায-নসীহাত ও বক্তব্য ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশে জ্ঞানের জগতে শাইখ মোঃ আবদুর রউফ আল মাদানীর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বরং তিনি বাংলাদেশের বড় আলেম ও শাইখদের অন্যতম একজন। এর আগেও তিনি "প্রকৃত সালাফি হোন" নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ করেছেন। তার কাছে আমার দাবি থাকবে, তিনি যেন অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার খেদমতগুলো চালু রাখেন।

পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করছি তিনি যেন বইটিকে কবুল করেন, বরকতময় করেন এবং এর উপকারিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, দোয়া কবুলকারী এবং তাওফীক দাতা।



অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

بسم الله الرحمن الرحيم

MUHAMMAD IBRAHIM ABDUL HALIM
Dawratul Hadith: Madrasha Muhammadia Arabia
B.A. hons. & M.A in shariah: Islamic University Madina
Kamil: Madrasha -e Alia Dhaka
Ad-Dayee in Bangladesh from Ministry of Islamic Affairs K.S.A
Teacher: Madrasha Muhammadia Arabia

محمد إبراهيم بن محمد عبد الحليم
دورة الحديث: المدرسة المحمدية العربية بداكا
الليسانس والماجستير: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
الكامل في التفسير: المدرسة العالية الحكومية بداكا
الداعية: بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية في بنجلاديش
الأستاذ: المدرسة المحمدية العربية

Ref :
Date :

الرقم :
التاريخ :

সম্পাদকের বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সর্বশেষ নাবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলাম দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যে ইসলামটি সব সময় ও সব জায়গার জন্য প্রযোজ্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নাবী ও রাসূল মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাথীবর্গের উপর।

আমাদের এই প্রিয় নাবী আমাদের জন্য ইসলামের সকল বিধান বর্ণনা করে গেছেন এবং সকল নিষেধ থেকে সতর্ক ও সাবধান করে গেছেন। যে সকল নির্দেশ দিয়ে গেছেন ও প্রবর্তন করে গেছেন তার মধ্যে একটি হলো সঙ্গত পন্থায় কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এই জিহাদের নির্দেশ কুরআনে এসেছে এবং প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিধান তাঁর অমিয় বাণীতে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে গেছেন। এই জিহাদের বিষয়টি একটি কিতাবে কুরআন, সহীহ হাদীস ও মুসলিমদের ইজমা' দ্বারাতে স্পষ্ট করা হয়েছে। অপরদিকে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও আত্মঘাতী বোমা হামলা ইত্যাদি বিষয়, যেগুলোকে অতি আবেগী ও উৎসাহী যুবকেরা ও কিছু অদক্ষ-অনভিজ্ঞ আলেমরা জিহাদ মনে করে অথচ তা কখনোই জিহাদ নয় এ বিষয়টিও স্পষ্ট করা হয়েছে এবং তাদের অহেতুক দলীলগুলো উল্লেখ পূর্বক তার খন্ডন করা হয়েছে। আর যিনি এই মহৎ কাজটি আরবি ভাষায় করেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ মাপের আমার পরিচিত একজন সালাফী সম্মানিত শাইখ ড. আব্দুস সালাম বিন সালেম আস-সুহাইমী হাফিজাহুল্লাহ। তিনি বইটির নামকরণ করেছেন, **"ইসলামে জিহাদ ও তার মর্মার্থ, নীতিমালা, প্রকার এবং উদ্দেশ্য"**। এই আরবি বইটি অনুবাদ করেছেন একজন যোগ্য মাদানী সম্মানিত শাইখ মোঃ আবদুর

রউফ বিন মোঃ আইয়ুব আলী, যিনি আমার অত্যন্ত স্নেহের ছাত্র, বর্তমানে মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার উস্তাদুল ফিকহ । আমি এই অনুবাদটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করে এটিকে অত্যন্ত উপকারী, মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে পেয়েছি। এ বইটির গুরুত্ব আরও বর্ধিত করেছে বর্তমান সময়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম সম্মানিত শাইখ আল্লামা ড. সালেহ আল ফাওযান হাফিজাহুল্লাহ এর সুচিন্তিত অভিমত। তাই আমি বইটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি এবং সকল শুব্বান ও আলেমদের নিকটে থাকা প্রয়োজন মনে করি।

পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দূ'আ করি তিনি যেন এই বই দ্বারা লেখককে, অনুবাদককে, সম্পাদককে এবং যারাই যেভাবে সহযোগিতা করছেন তাদের সকলকেই উপকৃত করেন এবং উত্তম প্রতিদান দান করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

(মুহাম্মদ ইব্রাহিম মাদানী)

সিনিয়র মুহাদ্দিস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ৭৯/ক উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সম্পাদক, জমঈয়তে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

অভিমত-১

স্থায়ী ফতোয়া কমিটি এবং কিবারুল উলামা পরিষদের সদস্য সম্মানিত শাইখ ড. সালেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান হাফিযাহুল্লাহ

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা আল্লাহর। অতঃপর শাইখ আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস-সুহাইমী হাফিযাহুল্লাহ বিরচিত ইসলামে জিহাদ শীর্ষক বইটি পর্যালোচনা করেছি। যে উদ্দেশ্যে বইটি লেখা হয়েছে সে উদ্দেশ্য পূরণকারী হিসেবে আমি বইটিকে পেয়েছি।

মানুষ এ বিষয়টির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মুখাপেক্ষী; কারণ জিহাদের বিষয়ে কিছু মুসলিম যুবককে ধোঁকা দেয়া হয়েছে এবং জিহাদ নয় এমন কর্মকাণ্ডকে জিহাদের নামে চালানো হয়েছে। যেসব মানুষকে আল্লাহ হত্যা করা হারাম করেছেন তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের ধন-সম্পদ নষ্ট করা হয়েছে এবং তাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে, আর জিহাদের নামেই তারা এগুলো চালিয়েছে ।

সুতরাং এ প্রতারণার মুখোশ উন্মোচন করা অপরিহার্য। তাদের ধোঁকা ও বাতিল প্রতিহত করণে বইটি অনেক অবদান রাখবে আশা করি। আল্লাহ লেখককে তাওফীক দান করুন এবং তার জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত করুন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর এবং তার সাহাবীদের ওপর।

শাইখ ড. সালেহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

সদস্য কিবারুল উলামা পরিষদ

১২-১০-১৪২৬ হিজরী

অভিমত-২

শূরা পরিষদের সদস্য এবং আইন মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক সম্মানিত শাইখ আব্দুল মুহসিন বিন নাসের আ-ল উবাইকান

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা। পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠতম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের সরদার ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর এবং তার সাহাবীদের ওপর ও কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ন্যায়নিষ্ঠ অনুসারীদের ওপর।

অতঃপর, আমাদের সম্মানিত ভাই ড. আব্দুস সালাম ইবনে সালেম আস-সুহাইমী হাফিযাহুল্লাহ রচিত ইসলামে জিহাদ শীর্ষক গ্রন্থটি আমি পড়েছি। বইটিকে আমি উপকারী ও ফলপ্রসূ হিসেবে পেয়েছি। লেখক বইটিতে বহু শারঈ দলীল, সালাফদের উক্তি ও বড় বড় আলেমদের বক্তব্য সংকলন করেছেন। আবার অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। অনেক ছাত্রের কাছে জিহাদ সংক্রান্ত দুর্বোধ্য সূক্ষ্ম মাসয়ালা-মাসাইল সুস্পষ্টভাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, ফলে বিষয়গুলো পাঠকদের জন্য স্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয়েছে। দলীল প্রদান ও হুকুম দানের ক্ষেত্রে তিনি সালাফদের পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে এগুলো সম্পন্ন করেছেন। দয়াময় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি এই কর্ম দ্বারা লেখকের আমলের পাল্লা ভারী করুন এবং এর মাধ্যমে মানুষের উপকার করুন।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর এবং তার সাহাবীদের ওপর।

আল্লাহর ক্ষমা ভিখারী

শাইখ আব্দুল মুহসিন বিন নাসের আ-ল উবাইকান

২-৯-১৪২৬ হিজরী

লেখকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করছি, তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। আমরা আমাদের অন্তরের অনিষ্টতা থেকে ও মন্দকর্ম থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছি। আল্লাহ যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউই গোমরাহ করতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তাকে কেউই হেদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাস ও রসূল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মারা যেও না। (সূরা আলে ইমরান ৩:১০২)। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ١﴾

“হে মানব সকল! তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো যিনি তোমাদেরকে মাত্র একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী বিস্তার ঘটিয়েছেন; আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক্ব দাবি করো এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে সাবধান হও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক।” (সূরা আন-নিসা ৪:১)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١﴾

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম সমূহকে সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।” (সূরা আল আহযাব ৩৩:৭০-৭১)

অতঃপর,

ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব, উচ্চ অবস্থান ও মুজাহিদদের সুমহান মর্যাদার বিষয়টি অজানা নয়। জিহাদ অন্যতম একটি মহৎ ইবাদত ও অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ পূণ্যের কাজ। কুরআন-হাদীসে এর উপর উৎসাহ এসেছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই; কারণ জিহাদ এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলাম ও মুসলিমদের হেফাজত করেন। আর জিহাদ ইবাদত সমূহ হতে একটি ইবাদত, আর কোনো ইবাদতই বিশুদ্ধ হয় না তার শর্ত সমূহের উপস্থিতি ছাড়া। আর তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আহ জিহাদের জন্য এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা সাব্যস্ত করেছেন যেগুলোর মাধ্যমে তারা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র হয়েছেন। জিহাদ মৌলিক ভাবে উদ্দেশ্য নয় বরং সেটি একটি মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যম মাত্র, তা হলো-মহান আল্লাহর কথাকে উচ্চে ওঠানো।

আর যতক্ষণ জিহাদ কুরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত আহলুস সুন্নাহর শারঈ নীতিমালা অনুযায়ী হবে, ততক্ষণ তা আল্লাহর কথাকে সুউচ্চ করার জন্য আল্লাহর পথেই জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে। যদি তা এসব নীতিমালা বহির্ভূত হয় তবে তা আল্লাহর পথে জিহাদ হিসেবে বিবেচিত হবে না। তাই আমি এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম এবং এটির নাম করণ করলাম

الجهاد في الإسلام مفهومه وضوابطه وأنواعه وأهدافه

[ইসলামে জিহাদ: মর্ম, নীতিমালা, প্রকারভেদ ও উদ্দেশ্যাবলি]

ইসলামী শরীআতে জিহাদের বৈধতা ও প্রামাণিকতা

শরীআতে জিহাদের বৈধতা ও তার বিরাট মর্যাদার প্রমাণ আল কুরআন, আস-সুন্নাহ ও আল-ইজমা তথা মুসলিমদের ঐকমত্য রয়েছে।

কুরআন থেকে প্রমাণ সমূহ

১. মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ٢١٦ ﴾ البقرة [٢١٦]

“তোমাদের উপর সশস্ত্র জিহাদ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়। আর হতে পারে তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, আবার হতে পারে তোমরা কোনো কিছুকে পছন্দ করো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। (সূরা আল বাকারা ২:২১৬)

২. মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ ﴾ الحج [٣٩]

“যাদের সাথে সশস্ত্র লড়াই করা হচ্ছে তাদেরকে (জিহাদের) অনুমতি প্রদান করা হলো; কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করার উপর সর্বশক্তিমান।” (সূরা আল-হাজ্জ ২২:৩৯)

৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩ ﴾ التوبة [٢٩]

"তোমরা জিহাদ করো তাদের সাথে যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহকে না পরকালকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন সেটাকে হারাম করে না এবং সত্য দীনকে মান্য করে না, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের থেকে, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে লাঞ্চিত অবস্থায়।" (সূরা আত-তাওবাহ ৯:২৯)

৪. মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ وَقَٰتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٣٦ ﴾ التوبة [٣٦]

"আর তোমরা সমস্ত মুশরিকের সাথে জিহাদ করো যেমন তারা তোমাদের সকলের সাথে লড়াই করে। আর জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। (সূরা আত তাওবাহ ৯:৩৬)

৫. মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٩٠ ﴾ البقرة [١٩٠]

"আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে জিহাদ করো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘন কারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৯০)

৬. মহান আল্লাহ আরো বলেন:

﴿ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ﴾ البقرة [١٩١]

"তোমরা তাদেরকে যেখানে পাবে সেখানেই তাদেরকে হত্যা করো এবং তারা যেখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে সেখান থেকে তাদেরকেও বহিষ্কার করে দাও।" (সূরা আল-বাকারা ২:১৯১)

এছাড়া এ বিষয়ে আরো বহু আয়াত আছে। এ সমস্ত আয়াত জিহাদের বৈধতার তথা শরীআতের হুকুম কর্তৃক জিহাদ তলবের প্রমাণ বহন করছে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, আল্লাহ তার বান্দাদেরকে এটার আদেশ করেছেন।[১]

[১] দেখুন: আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী, (১/১০৪-১০৬)

সুন্নাহ থেকে জিহাদের বৈধতার প্রমাণ

সুন্নাহ এর মাঝে জিহাদের বৈধতার ব্যাপারে বহু হাদীস রয়েছে তন্মধ্যে:

১. ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীস: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

"আমি অমুসলিম লোকদের সাথে লড়াই করতে তথা জিহাদ করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, (আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসূল) এবং সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত প্রদাণ করবে। অতঃপর যখন তারা এটা করবে, তখন তারা আমার থেকে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করবে, একমাত্র ইসলামের অধিকার ছাড়া। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর নিকট।[২]

২. আনাস বিন মালেক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ»

"তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ করো তোমাদের সম্পদ, জীবন ও জবান দিয়ে।"[৩]

৩. আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

---

[২] বুখারী তার সহীহ এর মাঝে বর্ণনা করেছেন; বুখারী ফাতহুল বারী সহ (১/৭৫) কিতাবুল ঈমান, বাব: ((فإن تابوا وأقاموا الصلواة وءاتوا الزكواة فخلوسبيلهم)) হাদীস নং (২৫), সহীহ মুসলিম নাওয়াবীর ব্যাখ্যা সহ (১/২০৬) কিতাবুল ঈমান, বাব: লোকদের সাথে জিহাদের নির্দেশ যতক্ষণ না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে' হাদীস নং (২২)

[৩] মুসনাদে আহমাদ, (১২২৪৬) দারেমী (২৪৭৫), আবু দাউদ কিতাবুল জিহাদ (৩/১০) বাব: যুদ্ধ বর্জন মাকরুহ, হাদীস নং (২৫০৪), নাসাঈ (৩০৯৬) মুসতাদরাকে হাকেম (২৪২৭), ইবনূ হিব্বান (৪৭০৮)। ইমাম নববী হাদীসটি সহীহ বলেছেন। দেখুন: রিয়াযুস সালেহীন পৃ: ৪৯১, আলবানীও সহীহ বলেছেন, সহীহ আবু দাউদ (১৩/৫৬)।

«مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ»

"যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ জিহাদ করলো না এবং জিহাদের বিষয়ে নিজের মনের সাথে কথা বলল না তথা মনে মনে জিহাদের কল্পনা করলো না সে নিফাকির একটা শাখার উপর মারা গেল"।[৪]

এসকল হাদীস প্রমাণ করে যে, জিহাদ শরীআতসম্মত এবং জিহাদ বর্জন করা অথবা মনে মনে জিহাদের কল্পনা না করা নিফাকির (মুনাফিকীর) একটি শাখা[৫]

উম্মাতের ইজমা থেকে দলীল:

আল্লাহর পথে জিহাদ করতে ইসলামী শরীআত যে আহবান করেছে সে বিষয়ে মুসলিমদের মাঝে ইজমা সংঘটিত হয়েছে, এ বিষয়ে তাদের মাঝে কোনো দ্বিমত নেই।[৬]

---

[৪] সহীহ মুসলিম হা/১৯১০

[৫] দেখুন: শারহুন নাওয়াবী (১৩/৫৬), নাইলুল আওতার (৭/২১২)।

[৬] দেখুন: আল ইখতিয়ার (৪/১১৭), আল মুকাদ্দিমাত আল মুমাহহিদাত (১/৩৪৭), মুগনিল মুহতাজ (৪/২০৮), কাশশাফুল কিনা (৩/৩২), মাউনাতু উলিন নুহা (৩/৫৮১) হাশিয়াতুর রওযিল মুরবী (৪/২০৮)।

জিহাদের ফযীলত

জিহাদ শরীআতসম্মত হওয়ার দলীলসমূহ এবং যেই দলীলগুলোতে জিহাদের আদেশ করা হয়েছে ও তাতে উৎসাহিত করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা জিহাদের ফযীলত প্রমাণিত হয়। কেননা প্রত্যেক যেগুলোতে আদেশ করা হয়েছে, কোন সন্দেহ ছাড়াই সেগুলোতে ফযীলত রয়েছে। এছাড়াও এখানে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে অনেক দলীল রয়েছে, যেগুলো বিশেষভাবে জিহাদের ফযীলত ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

১. মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ ١٦٩﴾ [آل عمران: ١٦٩]

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত তাদের রবের নিকট তাদেরকে রিযিক দেওয়া হচ্ছে।" (সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৯)

২. তিনি আরো বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١١١﴾ [التوبة: ١١١]

"নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদকে ক্রয় করে নিয়েছেন এটার বিনিময়ে যে তাদের জন্য অবশ্যই জান্নাত রয়েছে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে অতঃপর তারা হত্যা করবে ও নিহত হবে। তাওরাত ইঞ্জিল ও কুরআনে এটা তার উপর অবধারিত সত্য প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক অঙ্গীকার পূরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা যে ক্রয়-বিক্রয় করেছো সেটাতে তোমরা খুশি হও। আর এটাই হলো মহা সাফল্য। (সূরা আত-তাওবাহ ৯:১১১)

৩. তিনি আরো বলেন:

﴿ لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ دَرَجَةًۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةًۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾ ﴾ النساء [٩٥-٩٦]

“অসুবিধাহীন উপবিষ্ট মুমিনরা ও আল্লাহর পথে সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ কারী মুমিনরা সমান নয়। উপবিষ্টদের উপর আল্লাহ সম্পদ ও জীবন দ্বারা জীহাদ কারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আর উভয় শ্রেণির মুমিনকে আল্লাহ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ উপবিষ্টদের উপর মুজাহিদদের কে মহা পুরষ্কার বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তথা তার পক্ষ থেকে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমত। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।” (সূরা আন-নিসা ৪: ৯৫-৯৬)

৪. তিনি আরো বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَٰرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّٰتِ عَدْنٍۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ ﴾ الصف [١٠-١٣]

“হে তোমরা যারা মুমিন হয়েছো! আমি কি তোমাদের কে এমন একটি ব্যবসার সংবাদ দিব না? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে। তোমরা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে তোমাদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা জানো। তিনি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের কে এমন জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে

প্রবাহিত হবে নদী সমূহ এবং প্রবেশ করাবেন বসবাসের জান্নাত সমূহে অবস্থিত উৎকৃষ্ট মানের বাসস্থানে। এটাই মহা সাফল্য এবং আরো একটি নিয়ামত যা তোমরা পছন্দ করো, তা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো।" (সূরা আস সফ ৬১:১০-১৩)

৫. তিনি আরো বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفّٗا كَأَنَّهُم بُنۡيَٰنٞ مَّرۡصُوصٞ ٤ ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তার পথে কাতারবদ্ধ হয়ে জিহাদ করে যেন তারা সুদৃঢ় প্রাচীর।" (সূরা আস-সফ ৬১:৪)

সুন্নাহ থেকে জিহাদের ফযীলতের প্রমাণ

১. ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «بِرُّ الوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

"আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসূল সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন: সালাত আদায় করা তার সময়ের মধ্যে। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি বললাম: তারপর কোনটি? তিনি বললেন: আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহকে প্রশ্ন করা হতে চুপ হয়ে গেলাম। যদি আমি তার নিকট আরো বেশী জানতে চাইতাম তাহলে তিনি আমাকে আরো বেশি জানাতেন।[৭]

২. ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"لا هِجْرَةَ بعدَ الفَتْحِ؛ ولكنْ جِهاد ونِيَّة، وإذا اسْتُنْفِرْتُم فانْفِروا".

[৭] সহীহুল বুখারী, হা/২৭৮২)

“মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত বলবৎ থাকবে। আর যখন তোমাদেরকে জিহাদের জন্য বের হতে বলা হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।”[৮]

৩. আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الجِهَادَ؟ قَالَ: «لاَ أَجِدُهُ» قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ المُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلاَ تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ؟»، قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟،

এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন: অতঃপর বললেন: আমাকে জিহাদের সমান একটি আমলের সন্ধান দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “আমি সেরকম কিছু পাই না। তারপর তিনি বললেন: যখন মুজাহিদ জিহাদে বের হবে তখন কি তুমি তোমরা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে অতঃপর সালাত পড়তেই থাকবে ও বিরতি দিবে না এবং সিয়াম রাখতেই থাকবে, সিয়াম ভাঙ্গবে না? লোকটি বললেন: এটা কার সাধ্য আছে?[৯]

৪. আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ»، قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ، وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ»

“বলা হলো, হে আল্লাহর রসূল! সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আল্লাহ পথে নিজের জীবন ও সম্পদ দ্বারা জিহাদকারী মুমিন। বলো হলো: তারপর কে? তিনি বললেন: গিরিপথ সমূহের কোনো এক গিরিপথে অবস্থানকারী মুমিন যে আল্লাহকে ভয় করে এবং নিজের অনিষ্ট থেকে মানুষকে মুক্ত রাখে।[১০]

পূর্বোল্লেখিত দলীল সমূহ প্রমাণ করছে যে, জিহাদ মহিমান্বিত ও সর্বোত্তম সৎ আমলগুলোর অন্যতম একটি আমল। আর জিহাদ সর্বোত্তম আমল হওয়ার

[৮] সহীহুল বুখারী, হা/২৭৮৩
[৯] সহীহুল বুখারী, হা/২৭৮৫
[১০] সহীহুল বুখারী: ২৭৮৬

কারণ হলো, তাতে রয়েছে আল্লাহর আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জণ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে প্রাণ বিসর্জণ দেয় সে এমন সীমায় পৌঁছায় যার চেয়ে অধিক কিছু করার সামর্থ্য তার থাকে না। শহীদগণ যেহেতু আল্লাহর আনুগত্যে তাদের প্রাণ বিসর্জণ দিয়েছে তাই আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দিয়েছেন তাদেরকে উত্তম জীবন প্রদাণ করে। যে জীবন অনেক শ্রেয় তাদের ঐ জীবনের চেয়ে যেটা তারা বিসর্জন দিয়েছিল তার আনুগত্যে।[১১]

ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

لا نعلم شيئا من أبواب البر أفضل من الجهاد في سبيل الله

"আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়ে অধিক উত্তম আর কোনো সৎকর্ম আমাদের জানা নেই।"

ফুযাইল বিন যিয়াদ বলেন:

سمعت أبا عبد الله وذكر له أمر الغزو فيجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، وقال غيره- أي غير الإمام أحمد- ليس يعدل لقاء العدو شيء ومباشرة القتال بنفسه أفضل الأعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم فأي عمل أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون قد بذلوا مهج أنفسهم.

"আমি আবু আব্দুল্লাহর কাছে জিহাদের বিষয় উল্লেখ করা অবস্থায় শুনলাম যে, তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন: তার চেয়ে উত্তম কোনো নেক আমল নেই। অপর একজন (-তথা ইমাম আহমাদ ভিন্ন-) বলেন: শত্রুর সাথে লড়াই করার সমতুল্য অন্য কিছু নাই। জীবন দিয়ে জিহাদ করা সর্বোত্তম আমল। যারা শত্রুর সাথে লড়াই করে তারাই তো ইসলামের প্রতিরক্ষা করে ও নিজেদের সুরক্ষিত স্থানের প্রতিরক্ষা করে। অতএব তার চেয়ে অধিক উত্তম আমল আর কী হতে পারে? জনগণ নিরাপদ অথচ মুজাহিদরা শঙ্কিত তারা নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।"[১২]

[১১] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৩)

[১২] আল-মুগনী (১০/১১), আল-মুকনি' মাআশ শারহিল কাবীর ওয়াল ইনছাফ (১০/১৬), কাশশাফুল কিনা' (৩/৩৮), শারহুয যারকাশী (৬/৪২৯), শারহু মুনতাহাল ইবাদাত (৩/৯)।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

((والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة وصدقة التطوع والصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة))

"কুরআন-সুন্নাহতে জিহাদের নির্দেশ ও তার ফযীলতের আলোচনা গণনার উর্ধ্বে। এজন্য জিহাদ মানুষের জন্য সর্বোত্তম পূণ্যের কাজ। আলেমদের ঐকমত্যে হজ্জ, ওমরাহ, নফল দান, নফল সিয়াম এর চেয়ে জিহাদ উত্তম যেমনটি কুরআন-সুন্নাহ প্রমাণ করে।"[১৩]

[১৩] আস-সিয়াসা আশ-শারইয়্যাহ (২/৫১৩)

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের বিধান প্রবর্তনের ধাপ সমূহ

ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকে কাফেরদের সাথে জিহাদের হুকুম চারটি ধাপে প্রবর্তন হয়[১৪]:

প্রথম ধাপ: যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকার ধাপ:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন। এই ধাপটি সবচেয়ে লম্বা ধাপ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মক্কাতে দশ বছর কাটিয়েছেন[১৫]। সে সময় আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন:

﴿ فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٤ ﴾

"তোমাকে যেটার আদেশ করা হয় তুমি সেটা প্রকাশ করো এবং মুশরিকদের এড়িয়ে চলো।" (সূরা আল-হিজর ১৫: ৯৪)। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ ﴾

"দীনের ভেতরে বাধ্য করণ নেই।" (সূরা আল-বাকারা ২:২৫৬) আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ ﴾

"যদি তোমরা মাফ করো ও ক্ষমা করো। (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪: ১৪) আল্লাহ তা'আলার বাণী:

﴿ فَٱعۡفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦٓۗ ﴾

"আর তোমরা মাফ করো ও ক্ষমা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তার আদেশ প্রদান করেন।" (সূরা আল-বাকারা ২:১০৯)।

---

[১৪] এই ধাপগুলো সম্পর্কে দেখুন: আহকামুল কুরআন লিইবনিল আরাবী (১/১০৬-১০১৬), আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (২/১৩১-২৪১), তাফসীরুল বাগাবী(১/১৬৩), আস-সারেম আল-মাসলুল পৃ: (১৪২,১০৩) এবং (২১৯-২২১) মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/৩৪২-৩৫২), আল মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩১৪-৩৪৫) যাদুল মাআদ (৩/৭১)।

[১৫] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৪)।

আর এ জাতীয় কুরআনের অন্যান্য আয়াত যার মাধ্যমে আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ প্রদান করেছেন মুশরিকদেরকে মাফ ও ক্ষমা করে দিতে[১৬]।

দ্বিতীয় ধাপ: যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া ছাড়াই সেটার অনুমতি প্রদানের ধাপ[১৭]:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদিনা হিজরত করলেন, তখন মহান আল্লাহ তাকে এবং মুমিনদেরকে অনুমতি দিলেন কেবল তাদের সাথে যুদ্ধ করতে যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করে না তাদের থেকে বিরত থাকতে।[১৮] মহান আল্লাহ বলেন:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩﴾

“যাদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হলো (যুদ্ধের); কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করার উপর সর্বশক্তিমান” (সূরা আল হাজ্জ ২২:৩৯)

ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

" لَمَّا أُخْرِجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ، فَنَزَلَتْ: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۟ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩﴾ [الحج: ٣٩] " قَالَ: " فَعُرِفَ أَنَّهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " هِيَ أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ "

“যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করা হলো, তখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তারা তাদের নবীকে বহিষ্কার করলো? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন। তারা অবশ্যই ধ্বংস হবে। অতঃপর নাযিল হলো “যাদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হলো (যুদ্ধের); কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করার উপর সর্বশক্তিমান” (সূরা আল হাজ্জ: ৩৯)। অতঃপর

[১৬] আস-সারেম আল মাসলুল (২১৯) ও আল মুকাদ্দিমাত আল মুমাহহিদাত (১/৩৪৪)।

[১৭] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৪)।

[১৮] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৫)।

আমি (আবু বকর) বুঝতে পারলাম অচিরেই যুদ্ধ সংঘটিত হবে। ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, এ আয়াতটিই যুদ্ধ-জিহাদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ সর্বপ্রথম আয়াত।[১৯]

তৃতীয় ধাপ: মুসলিমদের সাথে যারা যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা এবং অন্যদের থেকে বিরত থাকার ধাপ:

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ ١٩٠ ﴾ البقرة [١٩٠]

"আর তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে জিহাদ করো যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আল-বাকারা ২: ১৯০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَإِن قَٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡۗ كَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٩١ ﴾ البقرة [١٩١]

"অতএব তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করো। কাফেরদের প্রতিদান এমনই।" (সূরা আল-বাকারা ২: ১৯১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا ٩٠ ﴾ النساء [٩٠]

"অতএব তারা যদি তোমাদেরকে পরিহার করে ফলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তারা তোমাদের নিকট অনুগত হয়ে আত্মসমর্পণ করে তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের সাথে জিহাদ করার কোনো উপায় রাখেননি।" (সূরা আন-নিসা ৪: ৯১)

---

[১৯] মুসনাদে আহমাদ (১৮৬৫), সুনানুত তিরমিযী (৩১৭১), সুনানুন নাসাঈ (৩০৮৫), মুসতাদরাকে হাকেম (২৩৭৬), ইমাম আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন হাদীসটির সনদ সহীহ।

সুতরাং মদীনাতে হিজরতের পর থেকে সূরা বারাআহ অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত তথা অষ্টম হিজরীর পর পর্যন্ত এটাই ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদের যুদ্ধনীতি বা যুদ্ধ বিষয়ক পদক্ষেপ।[২০]

চতুর্থ ধাপ: সকল কাফের (যে কুফুর প্রচার করে ও তার দিকে দাওয়াত দেয়)[২১] এর সাথে যুদ্ধ করা যতক্ষণ না সে মুসলিম হয় অথবা জিযিয়া প্রদান করে:

মহান আল্লাহ সূরা আত-তাওবার মধ্যে আহলে কিতাবের সকল মুশরিকের সাথে জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তারা লাঞ্চিত অপমানিত হয়ে জিযিয়া প্রদান করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩ ﴾ [التوبة: ٢٩]

“তোমরা জিহাদ করো তাদের সাথে যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহকে না পরকালকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন সেটাকে হারাম করে না এবং সত্য দীনকে মান্য করে না যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে তাদের থেকে যতক্ষণ না তার স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে লাঞ্চিত অবস্থায়। (সূরা আত-তাওবাহ ৯:২৯)

কাফের ও মুনাফিকদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শের ধারাবাহিকতা বিন্যাসে ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فِي الْهِجْرَةِ، وَأُذِنَ لَهُ فِي الْقِتَالِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يُقَاتِلَ مَنْ قَاتَلَهُ، وَيَكُفَّ عَمَّنِ اعْتَزَلَهُ وَلَمْ يُقَاتِلْهُ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ثُمَّ كَانَ الْكُفَّارُ مَعَهُ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالْجِهَادِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ: أَهْلَ صُلْحٍ وَهُدْنَةٍ، وَأَهْلَ حَرْبٍ، وَأَهْلَ ذِمَّةٍ، فَأُمِرَ بِأَنْ يُتِمَّ لِأَهْلِ الْعَهْدِ وَالصُّلْحِ عَهْدَهُمْ وَأَنْ يُوَفِّيَ لَهُمْ بِهِ مَا اسْتَقَامُوا عَلَى الْعَهْدِ، فَإِنْ خَافَ مِنْهُمْ خِيَانَةً نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ وَلَمْ يُقَاتِلْهُمْ

---

[২০] দেখুন, আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪৫), যাদুল মাআদ (৩/৭০-৭১), শাইখুল ইসলামের মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/৩৪৯-৩৫২)

[২১] বন্ধনীর মধ্যকার বর্ধিত অংশটুকু শাইখ ছালেহ আল-ফাওয়ান এর পক্ষ থেকে।

حَتَّى يُعْلِمَهُمْ بِنَقْضِ الْعَهْدِ، وَأُمِرَ أَنْ يُقَاتِلَ مَنْ نَقَضَ عَهْدَهُ. وَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ (بَرَاءَةٌ) نَزَلَتْ بِبَيَانِ حُكْمِ هَذِهِ الْأَقْسَامِ كُلِّهَا.

"অতঃপর আল্লাহ তাকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন এবং তাকে জিহাদের অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর তিনি তাকে নির্দেশ প্রদান করেন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে যারা তার সাথে যুদ্ধ করে এবং যারা তাকে পরিহার করে ও তার সাথে যুদ্ধ করে না, তাদের থেকে বিরত থাকতে। অতঃপর তিনি তাকে সমস্ত মুশরিকের সাথে জিহাদের নির্দেশ প্রদান করেন যতক্ষণ না সমস্ত ইবাদাত-অনুগত্য আল্লাহর জন্য হয়। অতঃপর জিহাদের আদেশের পর কাফেররা তার সাথে তিন প্রকার ছিল:

(১) أهل صلح وهدنة তথা সন্ধিস্থাপন কারী কাফের।

(২) أهل حرب তথা যুদ্ধ কারী কাফের।

(৩) أهل ذمة তথা যিম্মী কাফের অর্থাৎ জিযিয়া প্রদানের শর্তে নিরাপত্তা লাভ চুক্তিতে আবদ্ধ কাফের।

তিনি তাকে সন্ধিকারী কাফেরদের সাথে তাদের সন্ধি পূরণের আদেশ প্রদান করেন এবং চুক্তিতে আবদ্ধ কাফেররা যতদিন চুক্তিতে অটল থাকে ততদিন তাদের চুক্তির দাবিকে পূরণ করতে আদেশ প্রদান করেন এবং যারা চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের সাথে তিনি তাকে জিহাদের আদেশ প্রদান করেন। যখন সূরা বারাআহ নাযিল হলো তখন তার মধ্যে এসকল প্রকারের হুকুমের বর্ণনা ছিল।[২২]

[২২] যাদুল মাআদ (৩/১৫৯)

চারটি ধাপের কোনোটিই মানসুখ বা রহিত নয়

এ চারটি ধাপের কোনোটিই যে মানসুখ বা রহিত হয়নি সেটির বর্ণনা: মুহাক্কিক আলেমগণের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এ ধাপগুলোর কোনোটিই নিরঙ্কুশভাবে রহিত নয়। শরীআত পূর্ণাঙ্গ হওয়ার পর আর তার ওপর আমল জায়েয হবে না এমনটি নয়। বরং বিষয়টি মুসলিমদের দুর্বলতা ও শক্তির ওপর নির্ভর করবে।[২৩]

ইবনুল মুনাছিফ (রহিমাহুল্লাহ) জিহাদের বিধান প্রবর্তনের ধাপসমূহ উল্লেখের পর বলেন,

ولا نسخ على هذا في شيء من الأيات، بل هو راجع إلى الأحوال وما يجب في مقاومة الكفار، وهذا هو الأرجح، والله أعلم؛ لأن النسخ لا يصار إلا بتوقيف، أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين، ويعلم مع ذلك المتأخر، ويكون هو الناسخ، وإلا فلا.

“এর ভিত্তিতে ধাপ সংশ্লিষ্ট কোনো আয়াতই মানসূখ বা রহিত নয়। বরং বিষয়টি মুসলিমদের বিভিন্ন অবস্থা ও কাফেরদের সাথে যুদ্ধে করনীয় এর অনুগামী। আর এটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত; কারণ মানসূখ বা রহিতকরণ এর দিকে যাওয়া বৈধ নয় শরীআত কর্তৃক অবহিত করণ ছাড়া অথবা এমনভাবে নিরুপায় হওয়া ছাড়া যে দুটি দলীলের মধ্যে সমন্বয় করা অসম্ভব হয় এবং এর সাথে পরবর্তী দলীল জানা যায়, আর সেটিই দলীলে নাসেখ বা রহিতকারী হয়। এই দুটি অবস্থা ছাড়া রহিত করণের দিকে যাওয়া বৈধ নয়।[২৪]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) প্রথম ধাপ সম্পর্কে আলোচনায় বলেন,

إن المسلمين كانوا ممنوعين قبل الهجرة وفي أوائل الهجرة من الابتداء بالقتال وكان قتل الكفار حينئذ محرما وهو من قتل النفس بغير حق كما قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ} إلى قوله: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَال}

---

[২৩] দেখুন, আহকামুল কুরআন লি ইবনিল আরাবী (২/৪২৭), তাহকীক: মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের আত্বা।

[২৪] আল-ইত্তেহাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ (১/২৭)

ولهذا أول ما أنزل من القرآن فيه نزل بالإباحة بقوله: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُون} وهذا من العلم العام بين أهل المعرفة ـ إلى أن قال ـ عن قتل المرأة التي هجت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين علم أن السب موجب للقتال وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد والأنوثة ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته وهذا وجه حسن دقيق فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا العقول، وكان دم الكافر في أول الإسلام معصوما بالعصمة الأصلية ويمنع الله المؤمنين من قتله. ودماء هاؤلاء القوم كدم القبطي الذي قتله موسى وكدم الكافر الذي لم تبلغه الدعوة في زماننا أو أحسن حالا من ذلك، وقد عد موسى ذلك ذنبا في الدنيا والآخر مع أن قتله كان خطأ أو شبه عمد أو خطأ محضا ولم يكن عمدا محضا.

“হিজরতের পূর্বে এবং হিজরতের প্রথম দিকে মুসলিমদেরকে যুদ্ধ শুরু করতে নিষেধ করা হয়েছিল। সে সময় কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা হারাম ছিল এবং সেটা অন্যায়ভাবে প্রাণ হত্যার শামিল ছিল, যেমনটি মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ﴾

“আপনি কি জানেন না তাদের বিষয়, যাদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা তোমাদের হাতকে যুদ্ধ হতে বিরত রাখো এবং সালাত কায়েম করো ও যাকাত প্রদান করো। অতঃপর যখন তাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলো” (সূরা আন-নিসা ৪: ৭৭)

আর এজন্য সর্বপ্রথম যুদ্ধের বিষয়ে যখন আয়াত অবতীর্ণ করা হয় তখন যুদ্ধের বৈধতা নিয়ে করা হলো। মহান আল্লাহ বলেন,

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُون}

যাদের সাথে যুদ্ধ করা হয় তাদেকে (যুদ্ধের) অনুমতি দেওয়া হলো। সূরা আল হাজ্জ ২২:৩৯।

আর এটি জ্ঞানীদের মাঝে সার্বজনীন জ্ঞাত বিষয়।

এক পর্যায়ে গিয়ে তিনি বলেন, যে কাফের মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কুৎসা রটনা করেছিল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাকে হত্যার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তাকে ঐ মহিলার কাফের সম্প্রদায়কে হত্যার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ থেকে বোঝা গেল, উক্ত গালির অপরাধটি হত্যাকে আবশ্যককারী ছিল।

যদি গালির অপরাধ না থাকত তাহলে হত্যাকে প্রতিহতকারী অনেক প্রতিবন্ধকতা সেখানে বিদ্যমান ছিল। যেমন, চুক্তি, নারীত্ব, যুদ্ধ বিরত কাফের হত্যার নিষেধাজ্ঞা বা অবৈধতা। আর এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুন্দর একটি বিশ্লেষণ; কেননা মানুষের জীবন মূলত সুরক্ষিত, ন্যায়সঙ্গতভাবে ছাড়া তাকে হত্যা করা যাবে না। কুফরির কারণে হত্যা করার বিষয়টির উপর পূর্ববর্তী শরীআতসমূহ ও যুক্তি সমূহ একমত নয়।[২৫] ইসলামের প্রথম দিকে মৌলিক নিরাপত্তার দ্বারা কাফেরের রক্ত নিরাপদ ছিল এবং তাকে হত্যা করা হতে আল্লাহ মুমিনদেরকে বারণ করেছিলেন। ঐ সব কাফেরের রক্ত মূসা (আলাইহিস সালাম) যে কিবতী কাফেরকে হত্যা করেছিলেন তার রক্তের ন্যায় এবং আমাদের যুগে যে কাফের এর নিকট দাওয়াত পৌঁছেনি তার রক্তের ন্যায় অথবা তার চেয়ে উত্তম অথচ মূসা (আলাইহিস সালাম) উক্ত হত্যাকে দুনিয়া আখেরাতের পাপ হিসেবে গণ্য করেছিলেন যদিও তিনি নির্ঘাত ইচ্ছাকৃত ভাবে হত্যা করেননি। বরং ভুল করে হত্যা করেছিলেন অথবা এমনভাবে হত্যা করেছিলেন যাতে ইচ্ছার সাদৃশ্যতা ছিল অথবা নির্ঘাত ভুল করে হত্যা করেছিলেন।[২৬]

অতঃপর শাইখুল ইসলাম অন্যান্য ধাপগুলো উল্লেখ করেন এবং বলেন,

فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من اليهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه

[২৫] শীঘ্রই আসছে যে, কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের কারণ কুফর নয় বরং ইসলামী দাওয়াত প্রতিহত করণ।

[২৬] আস-সারেম আল-মাসলূল (২/১০৪)

وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهده خلفائه الراشدين وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

“আর এটা ছিল ধৈর্য্য ও তাকওয়ার শুভ পরিনাম যে দুইটার নির্দেশ আল্লাহ তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে দিয়েছিলেন। আর ঐ সময় মদীনার বা অন্য জায়গার কোনো ইহুদী থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হতো না। আর যে সকল আয়াতে যুদ্ধ না করার আদেশ এসেছে সে সকল আয়াত প্রযোজ্য প্রত্যেক দুর্বল মুমিনের ক্ষেত্রে যার পক্ষে হাত ও জবান দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল কে সাহায্য করা সম্ভব নয়। অতএব তারা অন্তর দিয়ে বা এজাতীয় যা দ্বারা পারবে সাহায্য নিবে। পক্ষান্তরে যিম্মীদের উপর লাঞ্চনার আয়াত বাস্তবায়ন করাটা প্রযোজ্য প্রত্যেক এমন মুমিনের ক্ষেত্রে যিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করতে সক্ষম তার হাত ও জবান দ্বারা। অত্র আয়াত ও এজাতীয় অন্যান্য আয়াতের ওপর মুসলিমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ জীবনে আমল করেছেন, খুলাফায়ে রাশেদার যুগে আমল করেছেন। অনুরুপ ভাবে এ আমল কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে, এ উম্মতের একটি দল সর্বদা হক্বের উপর কায়েম থাকবে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে পূর্ণ সাহায্য করবে।

অতএব যে সব মুমিন এমন দেশে আছে যেখানে তারা দুর্বল অথবা এমন সময়ে আছে যে সময়ে তারা দুর্বল সেসব মুমিন ধৈর্য্যের, ক্ষমার ও মাফ করার আয়াতের উপর আমল করবে। অর্থাৎ যেসব ইহুদি-খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের সাথে দুর্বল মুমিনরা যুদ্ধে জড়াবে না বরং ধৈর্য্য ও ক্ষমার আয়াতের উপর তারা আমল করবে। পক্ষান্তরে শক্তিশালী মুমিনগণ কাফেরদের নেতাদের সাথে লড়াইয়ের আয়াতের উপর আমল করবে। যেসব নেতারা দীন ইসলামে আঘাত করে এবং আহলে কিতাবের

সাথে লড়াইয়ের আয়াতের উপর আমল করবে যতক্ষণ না তারা লাঞ্ছিত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করবে।[২৭]

এ ইমামের পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো যে, কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ধাপগুলো মুসলিমদের দুর্বলতা ও সবলতার অনুগামী এবং এর কোনোটিই মানসুখ বা রহিত নয়। পরবর্তী যুগের ফুকাহাদের নিকট পারিভাষিক যে নাসখ (نسخ) তথা হুকুমকে সর্বতোভাবে[২৮] দূরীভূত করণ সেটা এধাপগুলোর ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়নি। তবে এধাপ গুলোর ক্ষেত্রে আলেমদের আলোচনায় যে নাসখ (نسخ) এর কথা এসেছে সেটা দ্বারা পূর্ববর্তী আলেমদের পারিভাষিক নাসখ (نسخ) উদ্দেশ্য, আর সেটা কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তন্মধ্যে: (কখনো সম্পূর্ণ হুকুমকে উঠিয়ে নেওয়া, আর এটাই পরবর্তীদের পারিভাষায় নাসখ (نسخ)। আবার কখনো খাস (বিশেষ) অর্থ দ্বারা আম (সার্বজনীন) অর্থকে উঠিয়ে নেওয়া, অথবা শর্ত (তাকঈদ) দ্বারা নিঃশর্ত (মুতলাক) কে উঠিয়ে নেওয়া কিংবা নিঃশর্ত বিষয়কে শর্তের উপর প্রয়োগ করা, অথবা জাহির তথা বাহ্যিক প্রকাশ্য অর্থকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মূলক অহী দিয়ে উঠিয়ে নেওয়া, এমনকি তারা ইসতেছনা (ব্যতিক্রম), শর্ত ও ছিফাত (বৈশিষ্ট্য) কেও নাসখ হিসেবে আখ্যায়িত করতেন; কারণ এগুলো বাহ্যিক অহীকে দূর করে উদ্দেশ্য বর্ণনা করে।

অতএব তাদের দৃষ্টিতে এবং তাদের পরিভাষায় নাসখ হলো উল্লেখিত শব্দের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা ভিন্ন শব্দ দ্বারা, বরং বহিরাগত শব্দ দ্বারা। যদি কেউ পূর্ববর্তীদের আলোচনা পর্যবেক্ষণ করে তাহলে সে সেখানে এজাতীয় অর্থ অগনিত পাবে এবং নাসখ বিষয়ক তাদের আলোচনাকে পরবর্তীদের স্পষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করে সে যে সমস্যায় পড়েছে সে সমস্যা তার থেকে দূর হয়ে যাবে। অতএব এখানে নাসখ (نسخ) দ্বারা সর্বোতভাবে হুকুম উঠিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে নাসখ দ্বারা নাসখের অন্যান্য অর্থ উদ্দেশ্য। আল্লাহ অধিক ভালো জানেন।

---

[২৭] আছ-ছারেম আল-মাসলূল (২২১)

[২৮] জিহাদের প্রথম ধাপগুলোকে অন্তর্ভুক্তকারী কুরআনের আয়াত গুলোর তাফসীরের দিকে নজর দিলে আমরা অনেক মুফাসসির ও আলেমকে পাই যারা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, জিহাদের প্রথম তিন ধাপ সর্বোতভাবে শেষের ধাপ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। দেখুন: নাওয়াসেখুল কুরআন লি-ইবনিল জাওযী পৃ: (১৩৬,১৩৭) এবং (১৭৮-১৯৪) এবং (৮২-৮৩) এবং (৩২৪-৩৪৫) এবং (৩৪৮) ও (৩৫৯-৩৬৭)।

الفصل الأول: مفهوم الجهاد وأنواعه وحكمه

প্রথম অধ্যায়: জিহাদের পরিচয়, প্রকারভেদ ও বিধান

জিহাদের শাব্দিক ও ইসলামিক অর্থ

জিহাদের শাব্দিক অর্থ: আরবী ভাষায় الجهاد (আল-জিহাদ) শব্দটি جَاهَدَ (জা-হাদা) ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল।

جهاد ও مجاهدة উভয়টি ক্রিয়ামূল বা মাছদার। আর جَاهِدٌ (জাহিদু) শব্দটি جَهَدَ (জাহাদা) ক্রিয়ার فَاعِلٌ (ফা-'ইলুন) বা কর্তা। যখন কেউ তার দুশমনের বা অন্য কারো হত্যায় অতিরঞ্জন করে তখন বলা হয় جَهَدَ (জাহাদা)। যখন কেউ অসুস্থ হয়ে খুব কষ্ট পায় তখন আরবীতে বলা হয় جهده المرض وأجهده (জাহাদাহুল মারাদু ওয়া আজহাদাহু)। ঘোড়াকে কষ্ট ও পরিশ্রম করালে আরবরা বলে: اَلْفَرَسَ وَأَجْهَدْتُهُ ।

اَلْجَهْدُ (আল-জাহদু) জীম বর্ণে ফাতহা দিয়ে অর্থ হলো: কষ্ট। আর اَلْجُهْدُ (আল-জুহদু) জীম বর্ণে জম্মাহ দিয়ে অর্থ হলো: শক্তি।

আবার বলা হয়: اَلْجُهْدُ (আল-জুহদু) দম্মাহ দিয়ে ও اَلْجَهْدُ (আল-জাহদু) জীম বর্ণে ফাতহা উভয়টি উভয় অর্থে ব্যবহার হয়। অতএব মূল ধাতু (ج-ه-د) যেখানেই ব্যবহার হবে সেখানে তার মধ্যে অতিরঞ্জনের অর্থ হবে।[২৯]

অতএব শাব্দিক অর্থে জিহাদ হলো: সব ধরনের শক্তি, শ্রম ও কষ্ট যা ব্যক্তি ব্যয় করে বিশেষ করে দুশমনের সাথে যুদ্ধে।[৩০]

---

[২৯] আল-মুতলি' আলা আবওয়াবিল মুকনী (পৃ: ২০৯)

[৩০] দেখুন: মু'জাম মাকায়িসিল লুগাহ (১/৪৮৬, ৪৮৭) কিতাবুল জীম এর বাবুল মীম ওয়াল হা, তাহযীবুস সীহাহ (১/২১৩) বাবুদ দাল ফাসলুল জীম, আল মিসবাহুল মুনীর (১/১১২), আল-কমুস আল-মুহীত (পৃ: ৩৫১)।

ইসলামে জিহাদের অর্থ: ইসলামী শরীআতে জিহাদ দু'টি অর্থে ব্যবহার হয়। একটি আম তথা সার্বজনীন, অন্যটি খাস তথা বিশেষ।

সার্বজনীন অর্থে জিহাদের পরিচয়

আম জিহাদ বা সার্বজনীন জিহাদ হলো: ইসলাম অনুযায়ী আমল করা, ইসলামের জন্য কাজ করা, তার দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাকে রক্ষা করা এবং তাকে সম্ভাব্য সকল পন্থায় শক্তিশালী করা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

" وَالْجِهَادُ " هُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ وَهُوَ الْقُدْرَةُ فِي حُصُولِ مَحْبُوبِ الْحَقِّ وَدَفْعِ مَا يَكْرَهُهُ الْحَقُّ،

“জিহাদ হলো আল্লাহর প্রিয় জিনিস অর্জনে ও অপ্রিয় জিনিস প্রতিহত করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করা।”[৩১]

তিনি (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন,

وَالْجِهَادُ مِنْهُ مَا هُوَ بِالْيَدِ وَمِنْهُ مَا هُوَ بِالْقَلْبِ وَالدَّعْوَةِ وَالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ وَالرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ وَالصِّنَاعَةِ فَيَجِبُ بِغَايَةِ مَا يُمْكِنُهُ وَيَجِبُ عَلَى الْقَعَدَةِ لِعُذْرٍ أَنْ يَخْلُفُوا الْغُزَاةَ فِي أَهْلِيهِمْ وَمَالِهِمْ

“কিছু জিহাদ হাত দ্বারা সংঘটিত হয়, আবার কিছু জিহাদ হয় অন্তরের মাধ্যমে দাওয়াতের মাধ্যমে, দলীল প্রমাণের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে, সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে, ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, কর্ম কৌশলের মাধ্যমে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে জিহাদ ওয়াজিব এবং যারা বাড়ীতে উপবিষ্ট তাদের উপর ওয়াজিব যোদ্ধাদের পরিবার ও সম্পদে তাদের প্রতিনিধিত্ব করা।”[৩২]

ইবনু রুশদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

الجهادُ مأخوذٌ من الجَهْدِ، وهو التَّعَب، فمعنى الجهاد في سبيل الله: هو المبالغة باتّفاق في إتعاب الأنفس في ذات الله تعالى، وإعلاء كلمته الّتي جعلها الله

[৩১] মাজমুউল ফাতাওয়া, (১০/১৯২,১৯৩)।

[৩২] আল-ইখতিয়ারাতিল ফিকহিয়া, পৃ: ৩১০।

طريقًا إلى جنَّته وسبيلًا إليها. قال الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ ﴾ الحج [٧٨]

"জিহাদ শব্দটি আল-জুহদ থেকে গৃহীত যার অর্থ: কষ্ট করা। অতএব আল্লাহর পথে জিহাদের অর্থ হলো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এবং আল্লাহ তার যে কালেমাকে জান্নাতের পথ ও রাস্তা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন সে কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য আত্মাকে অত্যন্ত কষ্ট করানো, পরিশ্রম করানো। আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ ﴾ الحج [٧٨]

'তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করো।" (সূরা আল হাজ্জ ২২: ৭৮)[৩৩]

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فَجَعَلَ اللَّهُ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ عَلَامَتَيْنِ: اتِّبَاعَ الرَّسُولِ؛ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِهِ. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ حَقِيقَتُهُ الِاجْتِهَادُ فِي حُصُولِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ وَمِنْ دَفْعِ مَا يَبْغُضُهُ اللَّهُ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ.

"আল্লাহ তার ভালোবাসার অধিকারীদের বা পাত্রদের জন্য দু'টি আলামত স্থাপন করেছেন, (১) রসূলের অনুসরণ (২) আল্লাহর পথে জিহাদ; কারণ জিহাদের হাকীকাত হলো আল্লাহ যা ভালোবাসেন তথা ইমান ও সৎ কাজ অর্জনে প্রচেষ্টা করা এবং আল্লাহ যা ঘৃণা করেন তথা কুফুরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতা দূর করণে কাঠোর পরিশ্রম করা।[৩৪]

হাফেজ ইবনু হাজার জিহাদের সংজ্ঞায় বলেন,

بَذْلُ الْجُهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالْفُسَّاقِ

[৩৩] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪১)।

[৩৪] মাজমুউল ফাতাওয়া (১০/১৯১)।

“জিহাদ হলো কাফেরদের সাথে যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করা এবং মনের বিরুদ্ধে শয়তানের বিরুদ্ধে ও পাপিষ্ঠ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেও জিহাদ বলে।[৩৫] ইবনু মুনাছিফ বলেন,

وكذلك الجهاد في الله تعالى إنما هو بذل الجهد في أعمال النفس، وتذليلها في سبل الشرع، والحمل عليها بمخالفة النفس من الركون إلى الدعة واللذات واتباع الشهوات،

“অনুরুপভাবে আল্লাহর পথে জিহাদ হলো শরীআতের পথ সমূহে নফস বা আত্মাকে অনুগত করতে, বশীভুত করতে এবং প্রবৃত্তির বিরোধিতায় তাকে বাধ্য করতে এবং আরাম-আয়েশ, আমিত্ব ও কামনা-বাসনার প্রতি ঝুকে যাওয়া থেকে তাকে বাধা দিতে সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা ও শক্তি ব্যয় করা।[৩৬]

জিহাদের আম বা সার্বজনীন অর্থের দলীল

১. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ ﴾

“তোমরা আল্লাহর পথে যথাযথ ভাবে জিহাদ করো।” (সূরা আল হাজ্জ ২২: ৭৮)

২. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفۡسِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٦ ﴾

“যে জিহাদ করে সে তো নিজের কল্যাণেই জিহাদ করে; কারণ আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী” (সূরা আনকাবুত ২৯: ৬)

৩. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾

[৩৫] ফাতহুল বারী (৬/৩)

[৩৬] আল-ইত্তেহাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ, (১/১০)।

হে নবী কাফির এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও। সূরা আত-তাওবা ৯:৭৩।

৪. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾

"আর যারা আমাদেরকে নিয়ে জিহাদ করবে আমরা তাদেরকে আমাদের বহু পথের দিশা দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।" (সূরা আল আনকাবুত ২৯:৬৯)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে এসেছে: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,

«أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»

"তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল: হ্যাঁ আছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তুমি তাদের মধ্যে জিহাদ কর।[৩৭] ইবনু হাজার বলেন,

قَوْلُهُ فِيهِمَا فَجَاهِدْ أَيْ خَصِّصْهُمَا بِجِهَادِ النَّفْسِ فِي رِضَاهُمَا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُتْعِبُ النَّفْسَ يُسَمَّى جِهَادًا وَفِيهِ أَنَّ بِرَّ الْوَالِدِ قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ

"(তাদের মধ্যে জিহাদ করো) এটার ব্যাখ্যা হলো তাদের দুজনের সন্তুষ্টি অর্জনে তুমি তোমার আত্মার সাথে জিহাদ করো। এ থেকে বোঝা যায়, যা কিছু মন বা আত্মাকে পরিশ্রান্ত করে তার নাম জিহাদ। এ থেকে আরো বোঝা যায়, কখনো কখনো মাতা-পিতার সাথে সদাচারণ জিহাদের চেয়ে উত্তম।[৩৮]

[৩৭] সহীহুল বুখারী (৩০০৪) সহীহ মুসলিম (২৫৪৯)।

[৩৮] ফাতহুল বারী (৬/১৪০)

জিহাদের খাস বা বিশেষ অর্থ

ফকীহগণের পরিভাষায় যখন জিহাদ শব্দ ব্যবহার হয় তখন তার দ্বারা নির্দিষ্টভাবে কাফেরদের সাথে জিহাদ উদ্দেশ্য।

ইবনু রুশদ বলেন,

«فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله؛ إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أُطلق فلا يقع بإطلاقه إلا على مجاهدة الكفار بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون»

আল্লাহর যাত পাকের ক্ষেত্রে যে নিজের আত্মাকে পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত করলো সে তার পথে জিহাদ করলো, তবে যখন মুক্ত ভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ তথা 'আল্লহর পথে জিহাদ' কথাটি ব্যবহার করা হয় তখন সেটা দ্বারা কেবল বোঝানো হয় কাফেরদের সাথে তরবারী দিয়ে জিহাদ করা যতক্ষণ না তারা ইসলামে প্রবেশ করে অথবা লাঞ্ছিত অবস্থায় স্বহস্তে জিযিয়া প্রদান করে।[৩৯] আর এ বিশেষ অর্থের আলোকে জিহাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বালী মাযহাবের ফকীহগণ।

হানাফী ফকীহগণ এর সংজ্ঞায় বলেন,

بأنه دعوة الكفار إلى الدين الحق وقتالهم –إن لم يقبلوا– بالنفس والمال

"জিহাদ হলো কাফেরদেরকে সত্যদীনের প্রতি আহবান করা এবং তাদের সাথে জীবন ও সম্পদ দ্বারা যুদ্ধ করা যদি তারা দাওয়াত গ্রহণ না করে।"[৪০]

অথবা:

بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد.

[৩৯] আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪২)

[৪০] আল ইনায়া আলাল হেদায়া (৫/১৭৮), আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া (২/১৮৮), হাশিয়াতু রদ্দিল মুহতার (৪/১২১), আল-লুবাব ফি শরহিল কিতাব (৪/১১৪)

"আল্লাহর পথে যুদ্ধে সর্বশক্তি ব্যায় করা, সরাসরি জীবন দিয়ে অথবা সম্পদ দ্বারা সহযোগিতা দিয়ে অথবা মতামত দিয়ে অথবা দলভারী করে।"[৪১]

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন,

بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة الله تعالى، أو حضوره له أو دخوله في أرضه.

"জিহাদ হলো মহান আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য চুক্তিহীন কাফেরের সাথে মুসলিমের যুদ্ধ করা অথবা যুদ্ধের জন্য হাজির হওয়া অথবা যুদ্ধের মাঠে প্রবেশ করা।[৪২]

শাফেঈ মাযহাবের ফকীহগণ জিহাদের সংজ্ঞায় বলেন,

بأنه قتال الكفار في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه.

"জিহাদ হলো আল্লাহর কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্য এবং তাঁর দীনকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর পথে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা।"[৪৩]

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ সংজ্ঞা দিয়েছেন,

الجهاد: قتال الكفار خاصة بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق.

"জিহাদ হলো শুধুমাত্র কাফেরদের সাথে যুদ্ধ। বুগাত তথা শাসকদ্রোহী মুসলিমদের সাথে, মুসলিম ডাকাত দলের সাথে যুদ্ধ করা জিহাদ নয়।"[৪৪]

অচিরেই জিহাদের এ বিশেষ অর্থের উপর প্রমাণ বহনকারী দলীলসমূহ উল্লেখ করা হবে জিহাদের প্রকার সমূহের আলোচনার অধ্যায়ে।

নিঃসন্দেহে জিহাদের উভয় অর্থই বিশুদ্ধ। এর উপর শরীআতের দলীল-প্রমাণ রয়েছে এবং এ সম্পর্কে আরো বেশি আলোচনা সামনে আসবে।

---

[৪১] বাদায়েউস সনায়ি'ঈ (৭/৯৭), হাশিয়াতু রদ্দিল মুহতার (৪/১১৪)।

[৪২] মাওয়াহেবুল জালীল (৩/৩৪৬), আল-খরশী (৩/১০৭), কিফায়াতুত তলেব আর-রব্বানী (৩/৫৯), আস-সিরাজুস সালেক, (২/২৪)।

[৪৩] ইয়ানাতুত তলেবীন, (৪/১৮০), হাশিয়াতুল বাজুরী আলা ইবনিল কাসেম (২/২৬), হাশিয়াতুশ শারকাবী (২/৩৯১)।

[৪৪] আল-মুবর্দি' (৩/৩০৭), কাশশাফুল কিনা' (৩/৩২), মাতালিবু উলিন নুহা (২/৪৯৭)।

আর জিহাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দীন প্রচার, মানুষদেরকে সে দিকে দাওয়াত প্রদান, জমীনে আল্লাহর দীনকে সুউচ্চ করা, মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ وَقَـٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ ﴾

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না ফেতনা দূর হয় এবং সমস্ত দীন আল্লাহর জন্য হয়।" (সূরা আল আনফাল ৮:৩৯)

আর যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আবু মূসার হাদীসে

«مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

"যে যুদ্ধ করে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হওয়ার জন্য সে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করলো।"[৪৫]

অতএব আল্লাহর পথে মুজাহিদ হলো সেই যে জিহাদ করে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করতে ও সমস্ত দীনকে আল্লাহর জন্য করতে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

فَالْمَقْصُودُ بِالْجِهَادِ أَنْ لَا يُعْبَدَ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ؛ فَلَا يَدْعُو غَيْرَهُ وَلَا يُصَلِّي لِغَيْرِهِ وَلَا يَسْجُدُ لِغَيْرِهِ؛ وَلَا يَصُومُ لِغَيْرِهِ وَلَا يَعْتَمِرُ وَلَا يَحُجُّ إِلَّا إِلَى بَيْتِهِ وَلَا يَذْبَحُ الْقَرَابِينَ إِلَّا لَهُ وَلَا يَنْذِرُ إِلَّا لَهُ وَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِهِ وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا يَخَافُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلَا يَتَّقِي إِلَّا إِيَّاهُ. فَهُوَ الَّذِي لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا هُوَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا هُوَ وَلَا يَهْدِي الْخَلْقَ إِلَّا هُوَ؛ وَلَا يَنْصُرُهُمْ إِلَّا هُوَ وَلَا يَرْزُقُهُمْ إِلَّا هُوَ وَلَا يُغْنِيهِمْ إِلَّا هُوَ وَلَا يَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ إِلَّا هُوَ.

"জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করে ফলে সে অন্যের কাছে প্রার্থণা করবে না, অন্যের জন্য সালাত পড়বে না, সাজদা করবে না, সিয়াম পালন করবে না। এবং তার ঘরে ছাড়া ওমরাহ করবে না। তাঁর জন্য ছাড়া কুরবানী যবেহ করবে না। তাঁর জন্য ছাড়া মানত মানবে না। তাঁর মাধ্যমে ছাড়া শপথ করবে না। তাঁর উপর ছাড়া ভরসা করবে না। তাকে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না। কারণ তিনিই একমাত্র সকল কল্যাণ

[৪৫] সহীহুল বুখারী (৭৪৫৮) সহীহ মুসলিম (১৯০৪)।

দানকারী। তিনিই একমাত্র অকল্যাণ দূরকারী। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকে হেদায়াত দান করেন। তিনিই একমাত্র ক্ষতি করেন। তিনিই একমাত্র তাদের রিযিক দান করেন এবং তাদেরকে ধনী বানান। তিনিই একমাত্র তাদের অপরাধ ক্ষমা করেন।”[৪৬] তিনি (রহিমাহুল্লাহ) আরো বলেন,

وَالْجِهَادُ مَقْصُودُهُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَأَنْ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ؛ فَمَقْصُودُهُ إِقَامَةُ دِينِ اللَّهِ

“জিহাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কালিমা উচ্চ হওয়া এবং গোটা দীন আল্লাহর জন্যই হওয়া। অতএব জিহাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দীন কায়েম করা।”[৪৭]

আশ-শাইখ আল-আল্লামাহ আব্দুর রহমান বিন নাছের আস-সা‘দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

الجهاد نوعان؛ جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شئونهم الدينية والدنيوية، وفي تربيتهم العلمية وهذا النوع هو الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم.

“জিহাদ দুই প্রকার: প্রথম প্রকার এমন জিহাদ যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুমিনদের সৎ হওয়া এবং তাদের সংশোধন করা তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, তাদের চরিত্রের ক্ষেত্রে, তাদের শিষ্টাচারিতার ক্ষেত্রে, তাদের দীনী ও দুনিয়াবী সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং তাদের শিক্ষাগত ও আমলগত তারবিয়াত বা গড়নের ক্ষেত্রে। এই প্রকার জিহাদটি হলো জিহাদের মূল ও স্তম্ভ এবং এর উপরেই দ্বিতীয় প্রকার জিহাদ স্থাপিত। আর সেটা এমন জিহাদ যার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ও মুসলিমদের উপর অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী কাফের, মুনাফেক, নাস্তিক ও দীনের সকল শত্রুদেরকে প্রতিহত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।”

---

[৪৬] মাজমূউল ফাতাওয়া (৩৫/৩৬৮)

[৪৭] মাজমূউল ফাতাওয়া (১৫/১৭০ ও ২৮/২৩,৩৫৪)

অগ্রাধিকারযোগ্য ও বাছাইকৃত সংজ্ঞা:

পূর্বের সংজ্ঞাগুলো থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, কোনো কোনো আলেম জিহাদের ব্যাপক বা সর্বজনীন অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সংজ্ঞা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ জিহাদের বিশেষ অর্থের দিকে লক্ষ্য করে জিহাদের সংজ্ঞা দিয়েছেন, আর তা হলো কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করা।

বিশেষ জিহাদের সংজ্ঞায় আমার নিকট অন্যান্যদের তুলনায় মালেকীদের সংজ্ঞাটা বেশী ভালো ও সূক্ষ্ম মনে হয়েছে। জিহাদের সংজ্ঞায় তারা বলেছেন,

"জিহাদ হলো মহান আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য চুক্তিহীন কাফেরের সাথে মুসলিমের যুদ্ধ করা অথবা যুদ্ধের জন্য হাজির হওয়া অথবা যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশ করা।

তারা বলেছেন, قتال مسلم "তথা মুসলিমের যুদ্ধ করা" অর্থাৎ জিহাদ কারীকে মুসলিম হতে হবে।

তারা বলেছেন, كافرا غير ذي عهد (তথা চুক্তিহীন কাফের) অর্থাৎ যে কাফেরের জন্য নিরাপত্তার চুক্তি রয়েছে সে যিম্মী হোক অথবা সন্ধিকারী হোক অথবা হারবী হোক যে নিরাপত্তা নিয়ে মুসলিম দেশে এসেছে তার সাথে মুসলিমের যুদ্ধ করাটা জিহাদ নয়।

তারা বলেছেন, لإعلاء كلمة الله (তথা আল্লাহর কালিমাকে উচ্চ করার জন্য) অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করবে তার যুদ্ধ জিহাদ হিসেবে পরিগণিত হবে না।

তারা বলেছেন, أو حضوره (তথা তার উপস্থিতি) অর্থাৎ মুসলিম কর্তৃক যুদ্ধে উপস্থিত হওয়াই জিহাদ।

তারা বলেছেন, أو دخوله في أرضه (তথা অথবা যুদ্ধের ময়দানে তার প্রবেশ করাটাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।[৪৮]

আমি (সুহাইমী) বলব: যদি মালেকীদের সংজ্ঞার সাথে "غير ذي عهد" তথা "চুক্তিহীন কাফের" এর পর بعد دعوته وإبائه তথা "তাকে ইসলামের দিকে

[৪৮] দেখুন: মাওয়াহেবুল জালীল (৩/৩৪৭) সামান্য পরিবর্তিত।

দাওয়াত দেওয়ার পর এবং সে সেটাকে প্রত্যাখ্যান পর" বাক্যটিকে সংযোজন করা হয় তাহলে সংজ্ঞাটি আরো ভালো ও সুন্দর হবে এবং সংজ্ঞাটি হবে জামে মানে তথা যথাযথ।

আর ব্যাপকার্থে জিহাদের যেসব সংজ্ঞাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো সংজ্ঞা হলো শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ)-এর সংজ্ঞা। তিনি বলেছেন,

" وَالْجِهَادُ " هُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ وَهُوَ الْقُدْرَةُ فِي حُصُولِ مَحْبُوبِ الْحَقِّ وَدَفْعِ مَا يَكْرَهُهُ الْحَقُّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِهَادَ حَقِيقَتُهُ الِاجْتِهَادُ فِي حُصُولِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ؛ وَمِنْ دَفْعِ مَا يَبْغُضُهُ اللَّهُ مِنْ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ.

"জিহাদ হলো আল্লাহর প্রিয় জিনিস অর্জনে ও তার অপ্রিয় জিনিস প্রতিহত করতে সর্বশক্তি নিয়োজিত করা। কারণ জিহাদের হাকীকত হলো আল্লাহ যা ভালোবাসেন সেটা তথা ঈমান ও সৎ আমল উপার্জনে প্রচেষ্টা করা এবং আল্লাহ যা ঘৃণা করেন তা তথা কুফুরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতা দূর করণে কঠোর পরিশ্রম করা।" অতএব এসংজ্ঞাটি জিহাদের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্তকারী।

জিহাদের প্রকারভেদ

প্রথম প্রকার- ব্যাপক অর্থ বোধক জিহাদ

ব্যাপক অর্থ বোধক জিহাদ বা সার্বজনীন জিহাদ পাঁচ প্রকার

আলেমগণ উল্লেখ করেছেন যে, সার্বজনীন জিহাদ পাচঁ প্রকার:[৪৯]

প্রথম প্রকার: নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ ও তার চারটি স্তর:

প্রথম প্রকার: جهاد النفس **(জিহাদুন নফস) তথা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ[৫০]:**

নফস বা আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদের চারটি স্তর রয়েছে যেগুলো আল্লামা ইবনুল কায়্যিম উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

إِحْدَاهَا: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى تَعَلُّمِ الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ الَّذِي لَا فَلَاحَ لَهَا وَلَا سَعَادَةَ فِي مَعَاشِهَا وَمَعَادِهَا إِلَّا بِهِ، وَمَتَى فَاتَهَا عِلْمُهُ شَقِيَتْ فِي الدَّارَيْنِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الْعَمَلِ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ، وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ الْعِلْمِ بِلَا عَمَلٍ إِنْ لَمْ يَضُرَّهَا لَمْ يَنْفَعْهَا.

الثَّالِثَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، وَتَعْلِيمِهِ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ، وَإِلَّا كَانَ مِنَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْهُدَى وَالْبَيِّنَاتِ، وَلَا يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ، وَلَا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ.

الرَّابِعَةُ: أَنْ يُجَاهِدَهَا عَلَى الصَّبْرِ عَلَى مَشَاقِّ الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ وَأَذَى الْخَلْقِ، وَيَتَحَمَّلُ ذَلِكَ كُلَّهُ لِلَّهِ. فَإِذَا اسْتَكْمَلَ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ صَارَ مِنَ الرَّبَّانِيِّينَ،

---

[৪৯] দেখুন: যাদুল মাআদ (৩/৯), আল-মুকাদ্দিমাত আল-মুমাহহিদাত (১/৩৪১,৩৪২), আল-ইত্তেহাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ (১/১১-১৮)

[৫০] আমি জিহাদুন নফস কে পাচঁ প্রকারের ভিতরে তিন নম্বারে রেখে ছিলাম। কিন্তু শাইখ সালেহ আল ফাওযান অত্র কিতাবটি পড়তে গিয়ে লেখেন: "জিহাদুন নফস এক নম্বরে হবে কারণ বাকী প্রকার গুলো তার শাখা" পরে তার নির্দেশনা অনুযায়ী সংশোধন করেছি।

“প্রথম স্তর: নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করা উপকারী ইলম ও সৎ আমল শিক্ষা করার জন্য, যা ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে আত্মার জন্য কোনো সফলতা ও সুখ সম্ভব নয়। উপকারী ইলম ও সৎ আমল শিক্ষা থেকে আত্মা বঞ্চিত হলে সে উভয় জগতে হতভাগ্য হবে।

দ্বিতীয় স্তর: ইলম অর্জনের পর সে অনুযায়ী আমল করার জন্য নফস বা আত্মার সাথে জিহাদ করা নতুবা আমল ছাড়া কেবল ইলম অর্জন আত্মার কোনো ক্ষতি না করলেও তার কোনো উপকার করবে না।

তৃতীয় স্তার: উপকারী ইলম ও সৎ আমল এর দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং যারা সে সম্পর্কে জানে না তাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আত্মার সাথে জিহাদ করা নতুবা সে ঐ সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে যারা আল্লাহর নাযিল কৃত ইলম ও প্রমাণাদিসমূহ গোপন করে, আর তার ইলম তাকে উপকার দিবে না এবং তাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাও করবে না।

চতুর্থ স্তর: আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার কষ্ট সমূহের উপর ও মানুষের দেওয়া কষ্টের উপর ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য এবং সেগুলো সহ্য করার জন্য আত্মার সাথে জিহাদ করা।

সে যখন এ চারটি স্তর পূর্ণ করবে তখন সে আল্লাহওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”[৫১]

এ চারটি স্তরের দলীল হলো সূরা আল আসর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ وَٱلۡعَصۡرِ ۝١ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ ۝٢ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ۝٣ ﴾

“(১) আসরের শপথ! (২) নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। (৩) তবে যারা ইমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে এবং পরস্পর সত্যের উপদেশ প্রদান করেছে এবং পরস্পর ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে তারা ব্যতীত।”

[৫১] যাদুল মাআদ (৩/১০)

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রমাণ

জিহাদুন নফস বা আত্মার সাথে জিহাদ যে এক প্রকার জিহাদ তার প্রমাণ:

১. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَن جَٰهَدَ فَإِنَّمَا يُجَٰهِدُ لِنَفۡسِهِۦٓۚ ﴾

"যে জিহাদ করে সে তো নিজের জন্যেই জিহাদ করে।" (সূরা আল আনকাবুত ২৯: ০৬)

২ . মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ ﴾

"আর তোমরা আল্লাহর জন্যে যথাযথভাবে জিহাদ কর।" (সূরা হজ্জ ২২: ৭৮)

৩. মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَنَهَى ٱلنَّفۡسَ عَنِ ٱلۡهَوَىٰ ٤٠ ﴾ النازعات [٤٠]

৪. মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٦٩ ﴾

"আর যারা আমাদের মাঝে জিহাদ করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথ সমূহের দিশা দেই। নিশ্চয় আল্লাহ মুহসীনদের সাথে আছেন। (সূরা আল আনকাবুত ২৯: ৬৯)

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لَيْسَ الْجِهَاد فِي الْآيَة قِتَالَ الْكُفَّارِ فَقَطْ بَلْ هُوَ نَصْرُ الدِّينِ، وَالرَّدُّ عَلَى الْمُبْطِلِينَ، وَقَمْعُ الظَّالِمِينَ، وَعِظَمُهُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَمِنْهُ مُجَاهَدَةُ النُّفُوسِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَهُوَ الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ.

অত্র আয়াতে জিহাদ দ্বারা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ উদ্দেশ্য নয় বরং আরো উদ্দেশ্য হলো দীন কে সাহায্য করা, বাতিলপন্থীদের খণ্ডন করা এবং জালেমদেরকে দমন করা। আর গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হলো ন্যায়ের আদেশ ও

অন্যায় হতে নিষেধ। আর আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে নফসের সাথে জিহাদ করাটাও এক প্রকার জিহাদ বরং সেটা সবচেয়ে বড় জিহাদ।[৫২]

৫. ফুযালাহ বিন উবাইদ বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেন,

أَلا أُخْبِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ؟ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ. وَالْمُسْلِمِ؟ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. وَالْمُجَاهِدِ؟ مَنُ جَاهَدَ نَفْسَهُ. فِي طَاعَةِ اللهِ،

"আমি কি তোমাদেরকে মুমিন সম্পর্কে সংবাদ দিবো না? মুমিন হলো সে যার থেকে মানুষ নিরাপদ তাদের সম্পদ ও জীবনের উপর। আর মুসলিম হলো ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাত হতে মানুষ নিরাপদ। আর মুজাহিদ হলো ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে তার নফস বা আত্মার সাথে জিহাদ করে।[৫৩]

এ প্রকার জিহাদ সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

وَلَمَّا كَانَ جِهَادُ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِي الْخَارِجِ فَرْعًا عَلَى جِهَادِ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي ذَاتِ للَّهِ («الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ») كَانَ جِهَادُ النَّفْسِ مُقَدَّمًا عَلَى جِهَادِ الْعَدُوِّ فِي الْخَارِجِ، وَأَصْلًا لَهُ، فَإِنَّهُ مَا لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أَوَّلًا لِتَفْعَلَ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَتَتْرُكَ مَا نُهِيَتْ عَنْهُ وَيُحَارِبُهَا فِي اللَّهِ لَمْ يُمْكِنْهُ جِهَادُ عَدُوِّهِ فِي الْخَارِجِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُهُ جِهَادُ عَدُوِّهِ وَالِانْتِصَافُ مِنْهُ وَعَدُوُّهُ الَّذِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَاهِرٌ لَهُ مُتَسَلِّطٌ عَلَيْهِ لَمْ يُجَاهِدْهُ وَلَمْ يُحَارِبْهُ فِي اللَّهِ، بَلْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ إِلَى عَدُوِّهِ حَتَّى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى الْخُرُوجِ.

যেহেতু আল্লাহর শত্রুদের সাথে ময়দানে জিহাদ করাটা আল্লাহর পথে বান্দা কর্তৃক তার নফসের সাথে জিহাদ করার শাখা যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:,"মুজাহিদ হলো সে যে আল্লাহর আনুগত্যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে, আর মুহাজির হলো সে যে বর্জন করে এমন বিষয় যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করেছেন" সেহেতু নফসের জিহাদটা বাহিরের শত্রুর

---

[৫২] আল-জামে লি আহকামিল কুরআন (১৩/২৪২)

[৫৩] মুসানাদে আহমাদ (২৩৯৫৮), তিরমিযী (১৬২১), তিরমিযী বলেছেন, হাসান সহীহ এবং হাকেম বলেছেন সহীহ, আল-মুসতাদরাক (১/১১) এবং ইমাম জাহাবী সমর্থন করেছে।

সাথে জিহাদের উপর অগ্রগণ্য এবং তার ভিত্তি; কেননা নফসকে যা আদেশ করা হয়েছে সেটা পালন করতে এবং যা থেকে তাকে নিষেধ করা হয়েছে তা পরিত্যাগ করতে যদি বান্দা প্রথমে তার নফসের সাথে জিহাদ না করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে মাঝে যদি তার নফসের সাথে যুদ্ধ না করে তাহলে তার পক্ষে তার বাহিরের শত্রুর সাথে জিহাদ করা সম্ভব হবে না।

কিভাবে তার জন্য সম্ভব হবে তার বাহিরের শত্রুর সাথে জিহাদ করা এবং তার উপর জয়লাভ করা অথচ তার ভিতরকার শত্রু তাকে পরাজিতকারী তার উপর কর্তৃত্বকারী, তার সাথে সে যুদ্ধ জিহাদ করেনি আল্লাহর ওয়াস্তে। বরং তার পক্ষে যুদ্ধে বের হওয়াটাও সম্ভব নয় যতক্ষণ না সে বের হওয়ার জন্য তার নফসের সাথে জিহাদ না করবে।[৫৪]

দ্বিতীয় প্রকার: শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ ও তার দুটি ধাপ

শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের ধাপ দুটি যেমনটি ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

وَأَمَّا جِهَادُ الشَّيْطَانِ فَمَرْتَبَتَانِ،

إِحْدَاهُمَا: جِهَادُهُ عَلَى دَفْعِ مَا يُلْقِي إِلَى الْعَبْدِ مِنَ الشُّبُهَاتِ وَالشُّكُوكِ الْقَادِحَةِ فِي الْإِيمَانِ.

الثَّانِيَةُ: جِهَادُهُ عَلَى دَفْعِ مَا يُلْقِي إِلَيْهِ مِنَ الْإِرَادَاتِ الْفَاسِدَةِ وَالشَّهَوَاتِ، فَالْجِهَادُ الْأَوَّلُ يَكُونُ بَعْدَهُ الْيَقِينُ، وَالثَّانِي: يَكُونُ بَعْدَهُ الصَّبْرُ. قَالَ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: ٢٤]

"আর শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদের ধাপ দু'টি: প্রথম ধাপ: শয়তান ইমান বিধ্বংসী যেসব সংশয় ও সন্দেহ বান্দার প্রতি নিক্ষেপ করে সেগুলো প্রতিহত করার জন্য তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

দ্বিতীয় ধাপ: جهاد الشيطان **শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ: শয়তান** বান্দার প্রতি যেসব খারাপ ইচ্ছা ও লোভ, কামনা-বাসনা নিক্ষেপ করে সেগুলো প্রতিহত

[৫৪] যাদুল মাআদ, (৩/৬)

করার জন্য তার সাথে জিহাদ। তাই প্রথম ধাপের জিহাদের পর অর্জন হয় একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস।

আর দ্বিতীয় ধাপের জিহাদের পর অর্জন হয় সবর বা ধৈর্য্য।[৫৫] যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন "আর আমরা তাদের মধ্যে থেকে বানিয়েছিলাম এমন ইমামগণ যারা আমাদের নির্দেশের মাধ্যমে হিদায়াত করতো, সঠিক পথ প্রদর্শন করতো, যখন তারা সবর তথা ধৈর্য্য ধরেছিলো। আর তারা আমাদের নিদর্শনাবলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।" (সূরা আস-সেজদা: ২৪)

তৃতীয় প্রকার জিহাদ: جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات অত্যাচারী, বিদ'আতী ও পাপাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও তার স্তরসমূহ

ইবনুল কায়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন:

وَأَمَّا جِهَادُ أَرْبَابِ الظُّلْمِ وَالْبِدَعِ وَالْمُنْكَرَاتِ فَثَلَاثُ مَرَاتِبَ، الْأُولَى: بِالْيَدِ إِذَا قَدَرَ، فَإِنْ عَجَزَ انْتَقَلَ إِلَى اللِّسَانِ، فَإِنْ عَجَزَ جَاهَدَ بِقَلْبِهِ،

"অত্যাচারী, বিদ'আতী ও পাপাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদের স্তর তিনটি:

প্রথম স্তর: পারলে হাত দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, না পারলে মুখ দ্বারা জিহাদ করবে, না পারলে অন্তরে ঘৃণার দ্বারা জিহাদ করবে।

আমি বলব: এ প্রকারের দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী যা আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে এসেছে:

«مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ»

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় দেখে সে যেন সেটাকে হাত দ্বারা পরিবর্তন করে, যদি না পারে তাহলে যেন মুখ দ্বারা পরিবর্তন করে, যদি না পারে তাহলে যেন তার অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে।[৫৬]

[৫৫] যাদুল মা'আদ (৩/১০)

[৫৬] সহীহ মুসলিম (৪৯)

অন্যায়ের প্রতিবাদের শর্তসমূহ

অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তনের অনেক শর্ত রয়েছে: তন্মধ্যে

প্রথম শর্ত: পরিবর্তন ও প্রতিবাদের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। অন্যায়ের ধরণ ও উদ্ভুত অবস্থা সমূহ বিবেচনা পূর্বক কখনো নম্রভাবে কখনো কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জ্ঞান থাকতে হবে। যদি এ বিষয়ে তার জ্ঞান না থাকে তাহলে তার উপর অন্যায়ের প্রতিবাদ ও পরিবর্তন আবশ্যক নয় বরং কখনো সেটা পালন করা তার জন্য হারাম হবে; কারণ জ্ঞান না থাকার কারণে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে আরো বড় অন্যায়ে পতিত হবে।

দ্বিতীয় শর্ত: দৃঢ় মনোবল থাকতে হবে এবং নিরাপত্তা থাকতে হবে যাতে সে নিরাপদে অন্যায়ের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়। যদি তার মনে শক্তি না থাকে এবং নিরাপদ অবস্থা না থাকে তাহলে তার উপর অন্যায়ে পরিবর্তন আবশ্যক নয় বরং সেটা যদি সে পালন করে, করতে পারে, সেটা তার জন্য মুস্তাহাব এবং সে তাতে সওয়াব পাবে।

তৃতীয় শর্ত: অন্যায় রোধের ও পরিবর্তনের আশা ও সম্ভাবনা থাকতে হবে। যদি সে এক্ষেত্রে নিরাশ হয়ে যায়, তাহলে উক্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করাটা তার উপর আবশ্যক নাকি অনাবশ্যক বরং মুস্তাহাব এ বিষয়ে দুটি মতামত রয়েছে।[৫৭]

শাইখ সালেহ আল-ফাওযান পূর্বোল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: এই ছোট হাদীসটিতে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনা রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেই নিজের সাধ্য অনুযায়ী স্তর গ্রহণ করবে। যদি হাত দ্বারা অন্যায় দূর করতে পারে তাহলে হাত দ্বারা করবে। আর এটা করবে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন, কর্তৃত্ব দান করেছেন, যেমন মুসলমানদের রাজা-বাদশাহ ও শাসক যাকে আল্লাহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন অথবা শাসকের প্রতিনিধি, এমন ব্যক্তি হাত দ্বারা অন্যায় দূর করতে সক্ষম।

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ) (যদি না পারে তাহলে জবান দ্বারা) যখন হাত দ্বারা অন্যায় দূর করার শক্তি তার থাকবে না, তখন সে দ্বিতীয় স্তরে নামবে অর্থাৎ সে লোকদেরকে হালাল ও হারাম সম্পর্কে জ্ঞান দিবে, পাপ-পূণ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিবে, হেকমতের সহিত নসীহত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে। হেকমতপূর্ণ অনেক কথাই অনেক শক্তির চেয়ে বেশি কাজ দেয়।

---

[৫৭] আল-ইত্তেহাদ ফি আবওয়াবিল জিহাদ (১/১৩-১৫)

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ، فَبِقَلْبِهِ) (যদি সে মুখ দ্বারা প্রতিবাদ করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কমপক্ষে সে অন্তর দ্বারা অন্যায়কে ঘৃণা করবে, পাপ ও পাপীকে ঘৃণা করবে।)[৫৮]

জিহাদের এই তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত হলো প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতী তথা খাওয়ারেজ[৫৯] ও অন্যান্য বিদ'আতীদের সাথে জিহাদ করা। অতএব যেমনভাবে পূর্বোল্লেখিত শারঈ দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, কাফেরদের সাথে জিহাদ হবে মুখ দ্বারা, জীবন ও সম্পদ দ্বারা এবং অন্তর দ্বারা ঠিক তেমন ভাবে জিহাদ হবে প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিদ'আতীদের সাথে।

পূর্বে গত হয়েছে যে, আল্লাহর পথের মুজাহিদ হলো ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উচ্চ করার জন্য এবং একমাত্র আল্লাহর জন্য সমগ্র দীনকে নিবেদিত করতে জিহাদ করে।

অতএব যে বিদ'আতকে উচ্চ করার জন্য জিহাদ করে, সে আল্লাহর পথে জিহাদ করলো না এবং যে ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত পদ্ধতি ব্যতীত ভিন্ন পদ্ধতিতে জিহাদ করে সে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করলো না, যদিও সে তার ঐ কাজকে জিহাদ আখ্যায়িত করে। বরং তার বিরুদ্ধেই জিহাদ প্রয়োজন।

ইবনু মাসউদের হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا

---

[৫৮] আল-আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহহী আনিল মুনকার, পৃ: (৩৭,৩৮) অত্র বইটিতে ও অন্যান্য বইয়ে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ বিষয়ক অনেক নীতিমালা আছে যেগুলোকে লক্ষ্য করা আবশ্যক আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেটা আল্লাহর পথে এক প্রকার জিহাদ।

[৫৯] শাহরাস্তানী খাওয়ারেজ এর সংজ্ঞায় বলেন: বৈধ শাসক যার আনুগত্যের উপর জামাআত তথা মুসলিমদের দল একাত্মা হয়েছে এমন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যে তাকে খারেজী বলা হয়। হোক তার বিদ্রোহ সাহাবীদের সময়ে খুলাফায়ে রাশেদার উপর কিংবা তাদের পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ তাবেঈদের উপর এবং সকল যুগের শাসকদের উপর। আল মিলাল ওয়াল নিহাল (১/১১৪)। খাওয়ারেজদের মাযহাব জানতে দেখুন: আবুল হাসান আল-আশআরীর বই মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন ওয়াখতিলাফুল মুছল্লীন, (১/১৬৭-২০৭)। আল-ফারকু বইনাল ফিরাক পৃ: (৭৩-৭৪), আল-বুরহান ফি আকাঈদ আহলিল আদইয়ান পৃ (১৭) মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) ও তৎপরবর্তী।

لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ»

"আমার পূর্বে আল্লাহ যত নবীকেই উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন, তাদের সকলেরই তাদের উম্মতের মধ্য থেকে একনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ ও সাথীবর্গ ছিল যারা তাদের সুন্নাতকে ধারণ করত এবং তাদের আদেশের অনুসরণ করতো। অতঃপর তাদের পরবর্তীতে এমন কিছু পরবর্তী প্রজন্মের আগমন ঘটতো যারা এমন কথা বলত যা নিজেরা করতো না এবং এমন কাজ করতো যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়নি। অতএব যে তাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করেছে সে মুমিন। আর যে তাদের বিরুদ্ধে মুখ দ্বারা জিহাদ করেছে সে মুমিন। আর যে তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করেছে সে মুমিন। এর পরে সরিষা দানা পরিমান ও আর ঈমান নাই।"[৬০]

ইমাম নববী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان،

"অত্র হাদীসে বাতিল পন্থীদের বিরুদ্ধে হাত ও জবান দ্বারা জিহাদ করতে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।"[৬১]

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ»

"শেষ যামানায় একটি সম্প্রদায় বের হবে, যারা হবে অল্প বয়স্ক এবং অপরিপক্ক বুদ্ধির অধিকারী, তারা দুনিয়ার সব থেকে ভালো কথা বলবে, তাদের ঈমান তাদের কন্ঠনালীকে অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে শিকার ভেদ করে তীর বেরিয়ে যায়। তোমরা যেখানেই

[৬০] সহীহ মুসলিম (৫০)

[৬১] শারহুন নওয়াবী লি মুসলিম (২/২২৩)

তাদেরকে পাবে তাদেরকে হত্যা করবে; কেননা তাদেরকে যারা হত্যা করবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে পুরষ্কার দেওয়া হবে।"[৬২]

অত্র হাদীসটির বাবের শিরনামে ইমাম বুখারী বলেছেন: ((বাব: হুজ্জাত কায়েম করার পর তথা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর নাস্তিক ও খারেজীদেরকে হত্যা করা।))[৬৩]

হাফেজ ইবনু হাজার ইবনু হুবায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: পূর্বোক্ত হাদীসে খাওয়ারেজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ থেকে বোঝা যায় যে,

أَنَّ قِتَالَ الْخَوَارِجِ أَوْلَى مِنْ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ أَنَّ فِي قِتَالِهِمْ حِفْظَ رَأْسِ مَالِ الْإِسْلَامِ وَفِي قِتَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ طَلَبُ الرِّبْحِ وَحِفْظُ رَأْسِ الْمَالِ أَوْلَى

"খাওয়ারেজের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের চেয়ে উত্তম। আর এটার রহস্য হলো, খাওয়ারেজের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের মূলধন সংরক্ষণ হয় আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে লাভ তালাশ করা হয়। আর মূলধন সংরক্ষণ করাটা লাভ তালাশের চেয়ে উত্তম।[৬৪]

পূবোক্ত বিষয়টিকে সমর্থন করে আরফাজার হাদীস, তিনি বলেন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ »، وفي لفظ «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ»

"অচিরেই নানা ধরনের ফিতনাহ ও অকল্যাণ দেখা দিবে। অতএব যে ব্যাক্তি সংঘবদ্ধ এই উম্মতের নেতৃত্বের বিষয়টিকে বিভক্ত করতে চাইবে তাকে তোমরা তরবারী দ্বারা আঘাত করবে।"[৬৫]

অন্য শব্দে এসেছে: "যখন তোমাদের নিকট কেউ আসে এমন অবস্থায় যে তোমাদের নেতৃত্বের বিষয়টি একজনের উপরে একত্রিত, সে আসে তোমাদের

[৬২] সহীহুল বুখারী (৬৯৩০)

[৬৩] বুখারী ফাতহুল বারী সহ (১২/২৮২)

[৬৪] (ফাতহুল বারী: ১২/৩০১) –শাহরাস্তানী

[৬৫] সহীহ মুসলিম: ১৮৫২।

লাঠিকে ভেঙে দিতে অথবা সংঘবদ্ধতাকে বিচ্ছিন্ন করতে, তাহলে তোমরা তাকে হত্যা করো।[৬৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

وَمِثْلُ أَئِمَّةِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْمَقَالَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ الْعِبَادَاتِ الْمُخَالِفَةِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّ بَيَانَ حَالِهِمْ وَتَحْذِيرَ الْأُمَّةِ مِنْهُمْ وَاجِبٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: الرَّجُلُ يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَعْتَكِفُ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ؟ فَقَالَ: إذَا قَامَ وَصَلَّى وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذَا أَفْضَلُ. فَبَيَّنَ أَنَّ نَفْعَ هَذَا عَامٌّ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ مِنْ جِنْسِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ إذْ تَطْهِيرُ سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْعِ بَغْيِ هَؤُلَاءِ وَعُدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْلَا مَنْ يُقِيمُهُ اللَّهُ لِدَفْعِ ضَرَرِ هَؤُلَاءِ لَفَسَدَ الدِّينُ وَكَانَ فَسَادُهُ أَعْظَمَ مِنْ فَسَادِ اسْتِيلَاءِ الْعَدُوِّ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ؛ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ إذَا اسْتَوْلَوْا لَمْ يُفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِنْ الدِّينِ إلَّا تَبَعًا وَأَمَّا أُولَئِكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلُوبَ ابْتِدَاءً.

“কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বক্তব্য প্রদান কারী ইমামদের ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী বিভিন্ন ইবাদাতকারী বিদ‘আতী ইমামদের অবস্থা লোকদের সামনে বর্ণনা করা এবং তাদের থেকে উম্মতকে সতর্ক করা ওয়াজিব সকল মুসলিমের ঐকমত্যে। এমনকি ইমাম আহমাদকে বলা হয়েছিল, একজন ব্যক্তি নফল সালাত পড়ে, নফল সিয়াম রাখে ও ইতিকাফ করে, সে ব্যক্তি কি আপনার কাছে বেশি প্রিয় নাকি ঐ ব্যক্তি বেশি প্রিয় যে ব্যক্তি বিদ‘আতীদের বিষয়ে কথা বলে ও তাদের সমালোচনা করে? জবাবে ইমাম আহমদ বলেন: সালাত ও ইতিকাফে শুধু ব্যক্তির নিজের লাভ কিন্তু বিদ‘আতীদের সমালোচনা করলে তা সকল মুসলিমের লাভ, সুতরাং এটাই বেশি উত্তম। এখানে ইমাম আহমাদ স্পষ্ট বর্ণনা করলেন যে, বিদ‘আতীদের সমালোচনার উপকারিতা মুসলিমদের জন্য তাদের দীনের ব্যাপারে ব্যাপক ও সার্বজনীন যা আল্লাহর পথে জিহাদের পর্যায়ভুক্ত; কেননা আল্লাহর পথকে, তাঁর দীনকে, মিনহাজকে, শরীআতকে

[৬৬] সহীহ মুসলিম: ১৮৫২

পবিত্র করা এবং সেটা থেকে এসব বিদ'আতীদের জুলুম অত্যাচার কে প্রতিহত করা সকল মুসলিমের ঐকমত্যে ফরযে কিফায়াহ। যদি আল্লাহ এসব বিদ'আতীদের ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য কিছু লোক তৈরি না করতেন তাহলে দীন বিপর্যস্ত হতো। আর কাফেরদের দ্বারা মুসলিমদের দেশ দখলের মাধ্যমে দীনের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তার চেয়ে বেশি দীনের ক্ষতি সাধন হয় বিদ'আতিদের বিদ'আতের মাধ্যমে; কারণ কাফেররা যখন মুসলিমদের দেশ দখল করে, তখন তারা তাদের অন্তর সমূহকে এবং সেথায় বিদ্যমান দীনকে প্রথমিকভাবে নষ্ট করে না বরং সেটাকে নষ্ট করে অন্য কিছুর অধীনে। পক্ষান্তরে বিদ'আতিরা সূচনাতেই তথা প্রথমেই অন্তর সমূহ নষ্ট করে দেয়।"[৬৭]

কিছু দল কর্তৃক জিহাদের অপব্যাখ্যা ও তার খণ্ডন

বর্তমান সময়কার কিছু দল ইসলামী জিহাদের অর্থ বিকৃত করে জাতির সাথে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করে চলেছে। জিহাদের সুমহান উদ্দেশ্য সমূহের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ইসলাম ও মুসলিমদের আদর্শ বিরোধী বিভিন্ন গর্হিত অপরাধ মূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডকে তারা জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে এমন কি কিছু মুসলিম দেশে যেসব আত্মঘাতী বোমা হামলা ও বিস্ফোরণ ঘটেছিল এবং যেগুলোর বলি হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়েছিল বহু মুসলিম ও চুক্তিবদ্ধ (معاهد) অমুসলিমদের থেকে বহু নিরাপরাধ ও হত্যাঅযোগ্য মানুষকে, পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল বহু সম্পদের এবং ত্রাস সৃষ্টি হয়েছিল নিরাপদ জনমনে, ঐসব আত্মঘাতী হামলা ও বিস্ফোরণকে তারা সমর্থন দিয়ে থাকে, এ কথা বলে যে, এগুলো জিহাদের প্রকার ভুক্ত। আর এ বিপজ্জনক পিচ্ছিল জায়গাটিতে অনেক যুবক ও তরুণের সাথে প্রতারণা করা হয়েছে এবং তাদেরকে ভুল বোঝানো হয়েছে যে, আত্মঘাতী হামলা আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভের সহজ উপায়, জান্নাতে প্রবেশের ও হুর লাভের দ্রুততর পথ অথচ এসব গর্হিত জঘন্য কর্মকান্ড (আত্মঘাতী হামলা, জঙ্গীবাদী কর্মকান্ড) কখনো হতে পারে জাহান্নামে প্রবেশের দ্রুততরপথ (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ জান্নাতের পথ পাওয়া যাবে আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে, আল্লাহ ও রসূলের আদেশের বিরোধিতা বর্জনের মাধ্যমে এবং যা আল্লাহ ও রসূলকে রাগান্বিত করে তা থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

আর সৌদি আরবে-আল্লাহ তাকে পাহারা দিক ও অন্যান্য রাষ্ট্রে যেসব আত্মঘাতী হামলা ও বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেসব আল্লাহর

---

[৬৭] মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/২৩১)

অবাধ্যতা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা, কাজ ও আদর্শের প্রকাশ্য বিরোধিতা হিসেবে বিবেচ্য; কারণ আল্লাহ অন্যায়ভাবে মুমিনের প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন। তিনি মুআহাদ তথা জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার চুক্তিতে আবদ্ধ কাফেরের প্রাণ হত্যা হারাম করেছেন। তিনি হারাম করেছেন মিথ্যা, গাদ্দারি ও খিয়ানতকে। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেও ভালো কাজে তার আনুগত্য বর্জন করাকে হারাম করেছেন। তিনি হারাম করেছেন আত্মহত্যাকে। অথচ তারা সবগুলোই করেছে -নাউজুবিল্লাহ- বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের সাথে শরীআতসম্মত জিহাদে যারা যুদ্ধের অযোগ্য যেমনঃ নারী, শিশু, বৃদ্ধ, চাকর-বাকর ইত্যাদি, তাদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে দেশে শাসকগণ শরীআত অনুযায়ী বিচার করে সে দেশের নিরাপদ মুসলিম এবং জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার চুক্তিতে আবদ্ধ (মুআহাদ) অমুসলিমদেরকে যারা হত্যা করে তারা কত জঘন্য অপরাধী!

নিশ্চয় অন্যায়ভাবে মুমিনের প্রাণ ও চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমের প্রাণ হত্যা, ভালোকাজে মুসলিম রাষ্ট্র নায়কের অবাধ্যতা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, গাদ্দারি ও খিয়ানতকে শরীআতের মুতাওয়াতির দলীল দ্বারা হারাম করা হয়েছে এবং মুসলিমগণ ইজমা করেছেন উপরোক্ত কর্মকান্ডের অবৈধতার উপর, সেগুলো সম্পাদনকারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করণের উপর এবং তার কাফের হওয়ার উপর যদি সেগুলোকে হালাল মনে করে সংঘটিত করে। সুতরাং উপরোক্ত কর্মকান্ডগুলো কিভাবে জিহাদ হতে পারে এবং কিভাবে তা জান্নাতের পথ হতে পারে।

নিশ্চয় যারা উপরোক্ত অপরাধগুলো ঘটিয়েছে তারা আছে ঐ সবলোকের মানহায ও তরীকার উপরে যাদের বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যেমনটি আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীসে এসেছেঃ

«سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ»

"শেষ যামানায় একটি সম্প্রদায় বের হবে যারা হবে অল্প বয়স্ক ও অপরিপক্ক বুদ্ধির অধিকারী, তারা দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো কথা বলবে। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালীকে অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে